অধ্যাপক গোলাম আযম

আদম সৃষ্টির হাকিকত

আদম সৃষ্টির হাকীকত

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৯০

১ম প্রকাশ ১৯৯৩ ; ২য় প্রকাশ ১৯৯৪ ; ৩য় প্রকাশ ১৯৯৪
৪র্থ প্রকাশ ১৯৯৫ ; ৫ম প্রকাশ ১৯৯৬ ; ৬ষ্ঠ প্রকাশ ২০০০
৭ম প্রকাশ ২০০২ ; ৮ম প্রকাশ ২০০৫ ; ৯ম প্রকাশ ২০০৯

১০ম প্রকাশ

রমযান	১৪৩৩
শ্রাবণ	১৪১৯
আগস্ট	২০১২

বিনিময় ঃ ২৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ADAM SERISTER HAKIKAT by Prof. Ghulam Azam.Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 25.00 Only

www.pathagar.com

আলোচ্য সূচী

১. পটভূমি	৫
২. সূরা আল-বাকারা—৪র্থ রুকূ'	৭
৩. আল-বাকারা—৪র্থ রুকূ' ও এর তরজমা	৮
৪. সূরা আল-আরাফ—২য় রুকূ' ও এর তরজমা	১০
৫. সূরা আল-হিজ্‌র—২৮-৪২ আয়াত ও এর তরজমা	১৩
৬. সূরা বনী ইসরাঈল—৬১-৬৫ আয়াত ও এর তরজমা	১৪
৭. সূরা আল-কাহফ—৫০ আয়াত ও এর তরজমা	১৫
৮. সূরা তোয়াহা—১১৭-১২৩ আয়াত ও এর তরজমা	১৫
৯. সূরা সোয়াদ—৭১-৮৫ আয়াত ও এর তরজমা	১৬
১০. আদম ও ইবলীসের গোটা কাহিনী	১৮
১১. ঐ রুকূ'টির এত গুরুত্ব কেন ?	২৩
১২. সূরা আল-বাকারা কুরআনের শুরুতে কেন ?	২৪
১৩. ৪র্থ রুকূ'র ভুল ব্যাখ্যা	২৮
১৪. এ ব্যাখ্যা গ্রহণে সমস্যা	২৯
১৫. ভুল ব্যাখ্যা থেকে শিক্ষা	৩০
১৬. মারাত্মক শিক্ষা	৩২
১৭. ৪র্থ রুকূ'র সঠিক ব্যাখ্যা	৩৪
(ক) খলীফা ও খিলাফত	৩৪
(খ) খিলাফতের দায়িত্বের ব্যাখ্যা	৩৭
(গ) ফেরেশতাদের সহযোগিতা	৪০
(ঘ) ফেরেশতাদের খট্‌কা	৪১
(ঙ) তাসবীহ ও তাকদীস	৪১
(চ) আদমকে জ্ঞান দান	৪২
(ছ) আদমকে সিজদা করার বিষয়	৪৩
(জ) ইবলীসের নাফরমানী থেকে মূল্যবান শিক্ষা	৪৪
(ঝ) আদমকে বেহেশতে পাঠানো হলো কেন ?	৪৫
(ঞ) বেহেশতে আদমের তাওবা	৪৬
(ট) বেহেশত থেকে বিদায় বেলায়	৪৯

www.pathagar.com

১৮. আদমের স্ত্রীর ভূমিকা ৪৯
১৯. এ কাহিনীর মূল্যবান শিক্ষা ৫০
২০. ফেরেশতাদের খট্‌কার জওয়াব ৫৪
২১. দুটো প্রশ্নের মীমাংসা ৫৫
২২. খিলাফতের দায়িত্বই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি ৫৬
২৩. মানুষ শুধু খলীফা—মুনিব নয় ৫৭
২৪. আল্লাহর খিলাফত বনাম ইবলীসের খিলাফত ৫৮
২৫. ইবলীসের সবচাইতে বড় মাথাব্যথা ৬০
২৬. ইবলীস কি মজলিসে শূরা ৬১
২৭. বাংলাদেশে কি আল্লাহর খিলাফত কায়েম আছে ? ৬২

www.pathagar.com

পটভূমি

ছোট বয়স থেকেই ওয়ায শুনার খুব শখ ছিল। বেশ দূরে যেয়েও শুনতাম। প্রায় সব ওয়াযেই আদম সৃষ্টি এবং আদম ও ইবলীসের কাহিনী এমন আকর্ষণীয় করে পেশ করা হতো যে, শুনতে শুনতে সব কথা মুখস্থ হয়ে গেল। বন্ধু বান্ধবদের কাছেও গল্প হিসাবে শুনাতাম। এ কাহিনীর মধ্যে ফেরেশতার চেয়ে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হওয়ার ঘটনা সবচেয়ে ভাল লাগত। আর বেহেশতে ইবলীসের ধোঁকায় পড়ে আদমের পরাজয়ের ঘটনায় খুব ব্যথা বোধ করতাম।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ঐ কাহিনীকে যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এমন কতক প্রশ্ন ও খটকা মনে জাগল যার সন্তোষজনক কোন জওয়াব তালাশ করে না পেয়ে ঐ কাহিনীর প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম।

মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর লেখা তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে সূরা আল-বাকারার ৪র্থ রুকূ'র ব্যাখ্যা আমাকে আদম ও ইবলীসের কাহিনীর ব্যাপারে পুরানা উৎসাহে নতুন জোয়ার এনে দিল। আমার মনের সব প্রশ্নের জওয়াব তো পেলামই, অনেক নতুন প্রশ্নের সন্ধান ও এর জওয়াব পেয়ে ধন্য বোধ করলাম। সে ১৯৫৪ সালের কথা, আমি তখন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী।

এরপর থেকে মাদ্রাসার ছাত্র ও আলেম সমাজের মধ্যে কোথাও কুরআন চর্চার সুযোগ পেলে এ রুকূ'র তাফসীর আলোচনা করা কর্তব্য মনে করতাম। ইতিপূর্বে এ রুকূ'র যে ব্যাখ্যা শুনে এসেছি তার সংশোধনের জন্য আলোচনা করা জরুরী মনে করতাম। সর্বত্রই আমি এ রুকূ'টির সঠিক ব্যাখ্যার গুরুত্ব তুলে ধরতাম। এ আলোচনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তা লিখিত আকারে তৈরি করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলাম। কিন্তু এর জন্যে এদ্দিন সময় বের করা সম্ভব হয়নি।

সরকার আমাকে কারাগারে আটক করে অবসর দেবার ব্যবস্থা করায় ঐ প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করতে পেরে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করছি।

www.pathagar.com

আল-হামদুলিল্লাহ, এ কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত বহু প্রশ্নের জওয়াব এতে দিয়েছি। পাঠক পাঠিকাদের পক্ষ থেকে আরও কোন প্রশ্ন পাঠালে পরবর্তী সংস্করণে এর মীমাংসা পেশ করার ইচ্ছে রইল।

আল-বাকারার ৪র্থ রুকূ'টির প্রচলিত ভুল ব্যাখ্যার কারণেই মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম হিসাবে পরিচিত হয়েছে। এর সঠিক ব্যাখ্যা ছাড়া কুরআনের বিপ্লবী দাওয়াত ও রাসূল (সাঃ)-এর সংগ্রামী জীবনের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। এ কারণেই এ রুকূ'টিকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

কুরআনের আলো পেতে চাইলে এ রুকূ'র সঠিক ব্যাখ্যা অত্যন্ত জরুরী মনে করেই এ পুস্তকটি রচনা করা কর্তব্য মনে করেছি। সমাজে কুরআনের যে বৈরাগী ব্যাখ্যা চালু আছে তা থেকে উদ্ধার পেতে হলে আল্লাহর এ কিতাবের বিপ্লবী ও সংগ্রামী ব্যাখ্যা জানতে হবে। এ রুকূ'র সঠিক ব্যাখ্যাই ঐ দৃষ্টিভঙ্গী দান করতে পারে, যা গোটা কুরআনকে ইসলামী আন্দোলনের সার্থক গাইড বুক হিসাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

এ মহান আশা নিয়েই এ বইটি লেখা। আল্লাহ পাক এ গুনাহগারের এত বড় আশা পূরণ করুন এ দোয়াই তাঁর দরবারে করছি। এর মধ্যে কারো চোখে কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়লে আমাকে জানিয়ে সংশোধনের সুযোগ দেবার আবেদন জানাই।

গোলাম আযম
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
১৯শে জিলহাজ্জ, ১৪১২
২১শে জুন, ১৯৯২

www.pathagar.com

সূরা আল-বাকারা

(৪র্থ রুকূ')

আমি সূরা আল-বাকারার ৪র্থ রুকূ'টিকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুকূ' মনে করি। এ রুকূ'তে আলোচনা করা হয়েছে মানব সৃষ্টির ইতিহাস। পৃথিবীতে এক নতুন সৃষ্টি আল্লাহর খলীফার দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠাবার কথা তিনি ফেরেশতাদের কাছে ঘোষণা করলেন। ফেরেশতারা এ বিষয়ে তাদের মন্তব্য পেশ করলেন। আল্লাহ পাক আদমকে সৃষ্টি করে তাঁকে প্রয়োজনীয় এমন জ্ঞান শিক্ষা দিলেন, যা ফেরেশতাদের জানা নেই। আল্লাহ সব ফেরেশতাকে আদেশ করলেন আদমকে সিজদা করার জন্য। সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস সিজদা করতে অস্বীকার করল এবং গর্বভরে এ আদেশ অমান্য করল। তারপর আল্লাহ আদমকে তাঁর স্ত্রী সহ বেহেশতে যেয়ে বসবাস করতে বললেন এবং সেখানকার সবকিছু ভোগ করার অনুমতি দিলেন। শুধু একটি বিশেষ গাছের উল্লেখ করে সাবধান করে দিলেন যে, এর ধারে কাছেও যেন না যায়।

শয়তান আদম ও হাওয়া উভয়কেই ফুসলিয়ে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজটি করিয়ে ফেলল। আল্লাহ তাদেরকে বেহেশত থেকে বের হয়ে যেতে বললেন এবং পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকতে হবে বলে জানিয়ে দিলেন। তখন আদম ও হাওয়া নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলো এবং তাওবা করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া শিখে নিল। আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন। আর জানিয়ে দিলেন যে, পৃথিবীতে তোমাদের কাছে হেদায়াত পাঠাব। যারা তা মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই। যারা অমান্য করবে তাদেরকে অবশ্যই দোযখে যেতে হবে।

এ রুকূ'টিতে আদম ও ইবলীসের বিরোধ সম্পর্কে এটুকুই বলা হয়েছে। কিন্তু এটুকু থেকে সে কাহিনী সবটুকু জানা যায় না। আল্লাহ পাক আরও ৬টি সূরাতে ঐসব ঘটনার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেছেন। সবটুকু মিলিয়ে ঐ কাহিনীর সবটুকু পূর্ণরূপে বুঝা যায়।

সূরা আল-বাকারা সহ মোট ৭টি সূরায় এ প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। অন্য ৬টি সূরা হলো ঃ

১. সূরা আল-আরাফ—দ্বিতীয় রুকূ'—এখানে বিবরণ পাওয়া যায় যে, কিভাবে শয়তান হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হলো।

www.pathagar.com

২. সূরা আল-হিজ্‌র—৩য় রুকূ'—এখানে আল্লাহ ও ইবলীসের মধ্যে যে বিতর্ক হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে।

৩. সূরা বনী ইসরাঈল—৭ম রুকূ'—এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবলীসের চ্যালেঞ্জের জওয়াব দেয়া হয়েছে।

৪. সূরা আল-কাহফ—৭ম রুকূ'—এখানে জানান হয়েছে যে, ইবলীস জাতে ফেরেশতা ছিল না, জিন ছিল।

৫. সূরা তোয়াহা—৭ম রুকূ'—সূরা আল-আরাফের বিবরণের সাথে আরও কিছু বর্ণনা যোগ করা হয়েছে।

৬. সূরা সোয়াদ—শেষ রুকূ'—ইবলীসের পক্ষ থেকে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দেবার বর্ণনা।

এভাবে মোট ৭টি সূরায় আদম ও ইবলীসের ঐ আদি কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়।

সূরা আল-বাকারা

(৪র্থ রুকূ' ও এর তরজমা)

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا
مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ
اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ○ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى
الْمَلٰٓئِكَةِ لا فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ
لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ
بِاَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ لا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لا وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ○ وَاِذْ قُلْنَا
لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ق وَكَانَ مِنَ

www.pathagar.com

الْكٰفِرِيْنَ○وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ○ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ○ فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ○قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(হে রাসূল, স্মরণ করুন) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, "আমি পৃথিবীতে খলীফা পাঠাচ্ছি" তখন তারা বলল, "আপনি কি এমন কাউকে নিয়োগ করতে চান যে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং খুনাখুনি করবে ? আমরাই তো আপনার তাসবীহ ও তাকদীস করছি।" তখন আল্লাহ বললেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"

এরপর আল্লাহ আদমকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বলা হলো, "(তোমাদের ধারণা যদি সঠিক মনে করে থাক তাহলে) আমাকে ঐ নামগুলো বল দেখি।" তারা বলল, "আপনিই শুধু পাক পবিত্র, আপনি আমাদেরকে যতটুকু ইলম দিয়েছেন তা ছাড়া আর কোন ইলম আমাদের নেই। প্রকৃতপক্ষে আপনিই সবকিছু জানেন ও বুঝেন।"

তখন আল্লাহ বললেন, "হে আদম, তাদেরকে ঐ নামগুলো বলে দাও তো।" যখন সে তাদেরকে সব নাম শুনিয়ে দিল তখন আল্লাহ বললেন, "আমি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের সবকিছুই জানি যা তোমাদের নিকট গায়েব। আর তোমরা যা প্রকাশ করেছ তা যেমন আমার জানা, তোমরা যা গোপন রেখেছ তাও আমি জানি।"

তারপর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলাম যে, আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল ও অহংকার করল এবং কাফিরদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

www.pathagar.com

তারপর আমি আদমকে বললাম, "তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশতে বসবাস কর এবং সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও। কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেও না, তাহলে যালেমদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।" শেষ পর্যন্ত শয়তান (ঐ গাছটির প্রতি আকৃষ্ট করে) তাদের দুজনকেই (আমার হুকুম পালন করা থেকে) সরিয়ে নিল এবং তারা যে অবস্থায় ছিল তা থেকে বের করে ছাড়ল। তখন আমি বললাম, "তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অপরের দুশমন। পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের বাসস্থান ও জীবিকা রয়েছে।"

অতপর আদম তার রব থেকে কিছু কথা শিখে তাওবা করল যা তার রব কবুল করে নিলেন। কেননা, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। তখন আমি বললাম, "তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। তারপর আমার পক্ষ থেকে যখনই তোমাদের কাছে হেদায়াত পৌঁছে, তখন যারা আমার ঐ হেদায়াত মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই, আর তাদের দুঃখ করারও কোন কারণ ঘটবে না। কিন্তু যারা তা মানতে অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে, তারাই দোযখবাসী হবে, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"

সূরা আল-আরাফ

(২য় রুকূ' ও এর তরজমা)

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ق
فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ
اِذْ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○ قَالَ
فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ○
قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○ قَالَ فَبِمَآ
اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ
اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ

www.pathagar.com

شٰكِرِيْنَ ○ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ط لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ○ وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ○ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ز وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ○ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ○

আমি তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করলাম। তারপর তোমাদের সূরত বানালাম। তারপর ফেরেশতাদেরকে বললাম, "আদমকে সিজদা কর।" ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হল না। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "আমিই যখন তোকে হুকুম দিলাম তখন কিসে তোকে সিজদা করতে নিষেধ করল ?" সে জওয়াবে বলল, "আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন থেকে আর তাকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন।"

আল্লাহ বললেন, "তুই এখান থেকে নিচে নেমে যা। এখানে তোর অহংকার করা সাজে না। তুই বের হয়ে যা। তুই তাদের মধ্যেই গণ্য যারা নিজেদেরকে অপমানিত করে।" ইবলীস বলল, "আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিন।" আল্লাহ বললেন, "যা, তোকে সময় দিলাম।" ইবলীস বলল, "ঠিক আছে, যেভাবে আপনি আমাকে গুমরাহীর দিকে ঠেলে দিলেন, আমি আপনার সিরাতুল মুস্তাকীমের উপরই বসব এবং (মানুষের)

www.pathagar.com

সামনে ও পেছনে এবং ডানে ও বায়ে ওত পেতে থাকব। আপনি তাদের বেশীর ভাগ লোককেই অনুগত পাবেন না।"

আল্লাহ বললেন, "অপমানিত ও বিতাড়িত হয়ে এখান থেকে চলে যা। জেনে রাখ, তাদের মধ্যে যারা তোকে মেনে চলবে তাদেরকে সহ তোদের সবাইকে দিয়ে আমি অবশ্যই দোযখ ভরে দেবো।"

"হে আদম! তুমি ও তোমার বিবি বেহেশতে বসবাস কর এবং সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও। কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেয়ো না, তাহলে যালেমদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।" অতপর শয়তান তাদের দু'জনকে ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) দিল যাতে তাদের ঐ লজ্জাস্থান যা একে অপর থেকে গোপন করে রাখা ছিল তা খুলে দেয়। সে (যুক্তি দেখিয়ে) বলল, "তোমাদের রব যে এ গাছটি থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন এর কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তোমরা যাতে ফেরেশতা হয়ে যেতে না পার অথবা (বেহেশতে) চিরকাল থেকে যেতে না পার।" একথাগুলো বলে সে কসম খেয়ে বলল, "আমি তোমাদের সত্যিকার হিতকামী।"

এভাবে ধোঁকা দিয়ে সে দু'জনকেই ধীরে ধীরে বশ করে ফেলল। তারপর যখন তারা দু'জনই ঐ গাছের (ফলের) স্বাদ গ্রহণ করল তখনই তাদের দু'জনের লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে খুলে গেল। তারা দু'জনেই বেহেশতের (গাছের) পাতা দিয়ে তাদের শরীর ঢাকতে লাগল।

তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি ? আমি কি বলিনি যে, শয়তান নিশ্চয়ই তোমাদের দু'জনেরই প্রকাশ্য দুশমন ?"

তখন দু'জনে বলে উঠল, "হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুল্‌ম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদের উপর রহম না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব।"

আল্লাহ বললেন, "তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য বাসস্থান ও জীবিকা রয়েছে।" আল্লাহ আরও বললেন, "সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমরা মরবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত বের করে আনা হবে।"

www.pathagar.com

সূরা আল-হিজ্‌র

(২৮-৪২ আয়াত ও এর তরজমা)

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ
مَّسْنُوْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ
سٰجِدِيْنَ ○ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ○ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰٓى اَنْ
يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَالَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○ قَالَ
لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ قَالَ
فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ○ وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ○ قَالَ رَبِّ
فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ
الْمَعْلُوْمِ ○ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ
اَجْمَعِيْنَ ○ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ○ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ
مُسْتَقِيْمٌ ○ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○

(হে রাসূল! ঐ ঘটনা মনে করুন) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, "আমি পঁচা মাটির শুকনা কাদা দিয়ে মানুষ পয়দা করছি। যখন আমি তাকে সম্পূর্ণ বানিয়ে ফেলব এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁ দিয়ে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদা করবে।"

তখন সকল ফেরেশতা সিজদা করল ইবলীস ছাড়া। সে সিজদা-কারীদের মধ্যে শামিল হতে অস্বীকার করল। সে বলল, "আমি এমন এক মানুষকে সিজদা করতে পারব না যাকে আপনি পঁচা মাটির শুকনা কাদা থেকে পয়দা করেছেন।"

আল্লাহ বললেন, "তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, কেননা তুই অভিশপ্ত। তোর উপর বিচার দিন পর্যন্ত লানত হতে থাকবে।" সে বলল, "হে আমার রব! (যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে) আমাকে হাশরের দিন

www.pathagar.com

পর্যন্ত সময় দিন।" আল্লাহ বললেন, "ঠিক আছে, তোকে সময় দেয়া হলো ঐ দিন পর্যন্ত যার সময়টা আমার জানা আছে।"

সে বলল, "হে আমার রব! যেভাবে আপনি আমাকে গুমরাহীর মধ্যে ঠেলে দিলেন, সেভাবেই আমি মানুষের জন্য পৃথিবীতে অবশ্য অবশ্য আকর্ষণ সৃষ্টি করব এবং আপনার ঐসব বান্দাহ যাদেরকে আপনি মুখলিস বানিয়ে ফেলেছেন তাদের ছাড়া আর সবাইকে আমি গুমরাহ করে ছাড়ব।"

(আল্লাহ) বললেন, "এটাই ঐ পথ যা সোজা আমার কাছে পৌঁছে। নিশ্চয়ই যে আমার (খাঁটি) বান্দাহ তার উপর তোর কোন ক্ষমতা খাটবে না। তোর কর্তৃত্ব শুধু ঐ গুমরাহ লোকদের উপরই খাটবে যারা তোকে মেনে চলে।"

সূরা বনী ইসরাঈল

(৬১-৬৫ আয়াত ও এর তরজমা)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط قَالَ ءَ اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۝ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ز لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ○ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ○ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ○ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ○

যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, "আদমকে সিজদা কর," তারা সিজদা করল, ইবলীস করল না। সে বলল, "আমি কি তাকে সিজদা করতে পারি যাকে আপনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?" সে আরও বলল, "দেখুন তো, তাকেই আপনি (কেমন করে) আমার ওপর মর্যাদা দিলেন? যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দেন তাহলে কিছু লোক ছাড়া আদমের বংশধরদেরকে আমি অবশ্যই গুমরাহ করে ছাড়ব।"

www.pathagar.com

আল্লাহ বললেন, "ঠিক আছে, তুই যা, তাদের মধ্যে যারা তোকে মেনে চলবে, তুই সহ তাদের সবার জন্য দোযখের ভরপুর শাস্তি রয়েছে। তাদের মধ্যে যাকে পারিস তোর আওয়ায দিয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে যা এবং তাদের উপর তোর অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে হামলা কর এবং তাদের মাল (খরচের ব্যাপারে) ও সন্তানদের (কে গড়ে তুলবার) ব্যাপারে তুই তাদের সাথে শরীক হয়ে যা। তাদেরকে (মিথ্যা) ওয়াদার জালে আটক কর। অবশ্য শয়তানের ওয়াদা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"আমার (মুখলিস) বান্দাহদের উপর তোর কোন ক্ষমতা খাটবে না। আর তাদের নির্ভর করার জন্য তোর রবই যথেষ্ট।"

সূরা আল-কাহফ

(৫০ আয়াত ও এর তরজমা)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ط اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ○

যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম যে, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে জিন জাতির মধ্য থেকে ছিল। তাই তার রবের হুকুম অমান্য করেছে।

এখন তোমরা কি আমার বদলে তাকে ও তার বংশধরদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করছ ? অথচ ওরা তোমাদের দুশমন। এটা বড়ই মন্দ 'বদল' যা যালেমরা গ্রহণ করেছে।

সূরা তোয়াহা

(১১৭-১২৩ আয়াত ও এর তরজমা)

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ○ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ○ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ○ فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ

www.pathagar.com

الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ○ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ز وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ○ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ○ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى لا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ○

যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে অস্বীকার করে বসল। আমি বললাম, "হে আদম! নিশ্চয়ই সে তোমার ও তোমার বিবির দুশমন। সে যেন তোমাদেরকে বেহেশত থেকে বের করে না দেয়। তাহলে তোমরা মুসীবতে পড়বে। এখানে তোমাদের এ সুবিধা রয়েছে যে, তোমাদেরকে ভুখা ও উলংগ থাকতে হয় না এবং পিপাসা বা রোদের কষ্টও পোয়াতে হয় না।"

শয়তান আদমকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে বলল, "হে আদম! আমি তোমাদেরকে এমন একটি গাছের খবর বলব যা থেকে চিরজীবী হওয়া যায় এবং চিরস্থায়ী রাজ্য হাসিল হয় ?" অবশেষে তারা দু'জনই ঐ গাছের ফল খেল। তখন তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা দু'জনই বেহেশতের পাতা দিয়ে দেহ ঢাকতে লাগল। এভাবে আদম তার রবের নাফরমানী করল এবং সঠিক পথ থেকে সরে গেল।

তারপর তার রব তাকে বাছাই করে নিলেন, তার তাওবা কবুল করলেন এবং তাকে হেদায়াত দান করলেন।

আল্লাহ (আদম ও ইবলীসকে) বললেন, "তোমরা দু'জন এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। আমার পক্ষ থেকে যদি তোমাদের নিকট হেদায়াত পৌঁছে তাহলে যে তা মেনে চলবে সে গুমরাহও হবে না দুর্ভাগাও হবে না।"

সূরা সোয়াদ

(৭১-৮৫ আয়াত ও এর তরজমা)

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ

www.pathagar.com

فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ○
اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ
تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ط اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ○ قَالَ اَنَا
خَيْرٌ مِّنْهُ ط خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ
رَجِيْمٌ ○ وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ○ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ
يُبْعَثُوْنَ ○ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ○ قَالَ
فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ○ قَالَ
فَالْحَقُّ ز وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ○ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
اَجْمَعِيْنَ ○

(হে রাসূল! ঐ ঘটনা মনে করে দেখুন) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে জানালেন, "আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যখন তাকে সম্পূর্ণ তৈরি করে সারব এবং আমার রূহ থেকে তার মধ্যে ফুঁ দেব তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে।" হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতারা সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস করল না বরং সে অহংকার করল ও কাফিরদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেল।

আল্লাহ (কৈফিয়ত চেয়ে) বললেন, "হে ইবলীস! যাকে আমার নিজের হাতে তৈরি করলাম তাকে সিজদা করতে কোন্ জিনিস তোকে ফিরিয়ে রাখল ? তুই কি দেমাগ দেখাচ্ছিস, না নিজকে বিরাট কিছু মনে করেছিস?"

ইবলীস (জওয়াবে) বলল, "আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমাকে আপনি আগুন থেকে পয়দা করেছেন, আর ওকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

আল্লাহ বললেন, "তাহলে এখান থেকে তুই বের হয়ে যা। নিশ্চয়ই তুই অভিশপ্ত। আর বিচার-দিন পর্যন্ত তোর উপর আমার লা'নত হতে থাকবে।"

সে বলল, "হে আমার রব! আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত সময় দিন।" আল্লাহ বললেন, "ঠিক আছে, তোকে ঐ দিন পর্যন্ত সময় দেয়া হলো যার সময়টা আমার জানা আছে।"

www.pathagar.com

ইবলীস বলল, "আপনার ইয্যতের কসম খেয়ে বলছি, আমি তাদের সবাইকে গুমরাহ করে ছাড়ব। তবে তাদের মধ্যে যাদেরকে আপনি মুখলিস বানিয়ে ফেলেছেন, তারা ছাড়া।"

আল্লাহ বললেন, "তাহলে এটাই সত্য এবং আমি সত্যই বলে থাকি, আমি তোকে এবং তোকে যারা মেনে চলবে তাদের সবাইকে দিয়ে অবশ্যই দোযখ ভরতি করে ছাড়ব।"

আদম ও ইবলীসের গোটা কাহিনী

৭টি সূরায় এ প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তাতে দেখা যায় ঃ

১. কিছু কথা বারবার বলা হয়েছে। অবশ্য সব জায়গায় ভাষা সম্পূর্ণ এক রকম নয়, যদিও মূল কথা একই।

২. কোন কোন কথা এক সূরায় আছে অন্য সূরায় নেই।

৩. কোন কথা এক সূরায় সংক্ষেপে বলা হয়েছে, আবার অন্য সূরায় আরও বাড়িয়ে বলা হয়েছে।

এ ৭টি সূরার সবটুকু বক্তব্য এক সাথে মিলালে পূর্ণ কাহিনীটি যে আকার ধারণ করে তা এখানে পেশ করা হচ্ছে। কিন্তু তরজমার ভাষাটুকুর সাথে আরও কিছু ব্যাখ্যামূলকভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে যাতে গোটা কাহিনী স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় ঃ

আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে ঘোষণা করলেন, "আমি পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ করতে যাচ্ছি।" শুনে ফেরেশতারা দুটো খটকা প্রকাশ করলেন ঃ

১. "সৃষ্টিলোকে খলীফা হিসাবে তো ইতিপূর্বে কাউকে পাঠাননি। এত বড় ইখতিয়ার দিয়ে কোন সৃষ্টিকে পৃথিবীতে পাঠালে আপনার শান্তিময় পৃথিবীতে অশান্তি, ফেতনা-ফাসাদ ও খুনখারাবী হবে বলে আমাদের আশংকা হচ্ছে। এ ধরনের সৃষ্টি না থাকায় বিশ্বে এখন পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে।"

২. "আমাদের উপর দেয়া আপনার দায়িত্ব আমরা পূর্ণরূপে পালন করছি। আপনার তাসবীহ ও তাকদীসে কোন ত্রুটি হচ্ছে বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের খেদমতে কি আপনি সন্তুষ্ট নন ? আমাদেরকে দেয়া দায়িত্ব আরও ভালভাবে পালনের জন্যই কি আপনি এ নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন মনে করছেন ?"

www.pathagar.com

ফেরেশতাদের কথা শুনে আল্লাহ বললেন, "আমি কেন এ নতুন সৃষ্টি করছি এ বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা নেই। তোমরা যে খটকা প্রকাশ করেছ তা মোটেই ঠিক নয়। শীগগীরই তোমরা তা বুঝতে পারবে।"

তারপর আল্লাহ তায়ালা মাটি থেকে আদমকে নিজের হাতে তৈরী করলেন। তিনি ফেরেশতাদেরকে বলে রাখলেন যে, আমি আদমকে সম্পূর্ণরূপে ঠিকমতো তৈরী করে যখন তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁ দিয়ে তাকে খাড়া করব তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদা করবে।

আল্লাহ তায়ালা আদমকে তৈরী করে তাকে পৃথিবীতে যে দায়িত্ব দেয়া হবে এর উপযোগী জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। তারপর তিনি ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আদমের কাছে যে ইলম আছে তা তোমাদের কাছে থাকলে প্রকাশ কর।" ফেরেশতারা বিনয়ের সাথে বলল, "হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনি যতটুকু ইলম দান করেছেন তা ছাড়া আর কোন ইলম আমাদের কাছে নেই।"

আল্লাহ তখন আদমকে বললেন, "তোমার কাছে যে ইলম আছে তা ফেরেশতাদের নিকট প্রকাশ কর।" যখন আদম তা প্রকাশ করল তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন, "বুঝলে তো আসল ব্যাপারটা কি ? আদমকে আমি যে দায়িত্ব দিতে চাই এর উপযোগী ইলম তাকে দিয়েছি। সে ইলম তোমাদের দরকার নেই বলে তোমাদেরকে দেইনি। এখন আদমের ইলম জানার পর নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, তোমাদের আর আদমের দায়িত্ব এক রকম নয়। আদমকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছি।"

আল্লাহ তায়ালা এরপর ফেরেশতাদেরকে বললেন, "দেখো আদমকে যে দায়িত্ব দিয়েছি তা পালন করার ব্যাপারে তোমাদের সহযোগিতা দরকার হবে। সেখানে তার স্বাধীনতায় যাতে হস্তক্ষেপ করা না হয় সেদিকে তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। একথার স্বীকৃতি হিসাবে আদমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য তার সামনে সিজদানত হও।"

সকল ফেরেশতা বিনা দ্বিধায় এ হুকুম পালন করল। কেবল ইবলীস আল্লাহর এ হুকুমকে মানতে অস্বীকার করল। আল্লাহ তার কৈফিয়ত তলব করে বললেন, "আমি নিজ হাতে আদমকে বানালাম এবং তাকে সিজদা করতে বললাম। আমার এ হুকুম পালন করতে কিসের কারণে তুই অস্বীকার করলি। তুই কি দেমাগ দেখাচ্ছিস, না নিজকে বিরাট কিছু মনে করেছিস ?" ইবলীস কৈফিয়ত দেবার বদলে উল্টা আল্লাহর বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

অভিযোগ করে বলল, "আপনি কেমন করে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিকে সিজদা করার আদেশ দিলেন ? আমাকে আপনি আগুন থেকে পয়দা করেছেন, আর আদমকে মাটি দিয়ে বানালেন। আমি এমন অপমানজনক হুকুম কী করে পালন করব ? আপনি কেমন করে তাকে আমার উপর মর্যাদা দিলেন ?"

ইবলীসের চরম বেয়াদবীপূর্ণ কথা শুনে আল্লাহ ধমক দিয়ে বললেন, "এখান থেকে তুই বের হয়ে যা। তোর অহংকার করা সাজে না। তুই তাদের মধ্যে গণ্য যারা নিজেদেরকেই অপমান করে। তুই অভিশপ্ত। বিচার দিবস পর্যন্ত তোর উপর আমার লানত বর্ষিত হতে থাকবে।"

ইবলীস অনুতপ্ত ও সংশোধিত হবার পরিবর্তে আরও জিদ ধরে বসল। সে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলল, "আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সময় দিন। আমি আদমের গোটা বংশধরকেই ফুসলিয়ে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব।" আল্লাহ বললেন, "ঠিক আছে, তোকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিলাম, কি করতে পারিস কর দেখি।" এই বলে আল্লাহ পাক ইবলীসের চ্যালেঞ্জ কবুল করলেন।

ইবলীস তখন চূড়ান্তভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়ে চরম ভাষায় প্রতিজ্ঞা করে বলল, "হে আমার রব! আপনি আমাকে এভাবে গুমরাহীর পথে ঠেলে দিলেন ! আমি আপনার সিরাতুল মুস্তাকীমের উপরই ঘাটি বানিয়ে বসব। আদম সন্তানদের সামনে ও পেছনে এবং ডানে ও বায়ে ওত পেতে থাকব। আপনি তাদের বেশীর ভাগ লোককেই আপনার অনুগত পাবেন না। আমি পৃথিবীতে মানুষের জন্য এমন আকর্ষণের সৃষ্টি করব যে, অল্প কিছু লোক —যাদেরকে আপনি মুখলিস বানিয়ে ফেলবেন তারা ছাড়া আর সবাইকেই আমি গুমরাহ করে ছাড়ব। আপনার ইয্যতের কসম খেয়ে বলছি, আপনার কিছু মুখলিস বান্দাহ ছাড়া সবাইকে আমি পথভ্রষ্ট করব।"

আল্লাহও তখন ইবলীসকে চূড়ান্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে বললেন, "অপমানিত ও বিতাড়িত হয়ে এখান থেকে বের হয়ে যা। তাদের মধ্যে যাদেরকে পারিস তোর দিকে দাওয়াত দিয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে যা। তাদের উপর তোর অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে হামলা কর এবং তাদের মাল ও সন্তানদের ব্যাপারে তাদের শরীক হয়ে যা। তাদেরকে মিথ্যা ওয়াদার জালে আটক কর। আমি তোকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, তাদের মধ্যে যারা তোর ধোঁকায় পড়বে এবং তোর পেছনে চলবে তাদের সবাইকে তোর সাথে একত্র করেই আমি দোযখ ভরতি করব। তুই আরও

www.pathagar.com

জেনে রাখ যে, তুই আমার মুখলিস বান্দাহদেরকে সিরাতুল মুসতাকীম থেকে একটুও সরাতে সক্ষম হবি না।"

আদম ও হাওয়া ফেরেশতাদের সিজদা করাও দেখল এবং আল্লাহর সাথে ইবলীসের ধৃষ্টতাপূর্ণ বিতর্কও লক্ষ্য করল। এ বিতর্কের অবসানের পর আল্লাহ আদমকে বললেন, "তুমি ও তোমার বিবি বেহেশতে যেয়ে বসবাস কর। সেখানে সব জায়গায় অবাধে চলাফেরা কর। যেখান থেকে যা খুশী খাও। শুধু ঐ একটা গাছ রয়েছে যেটা সম্বন্ধে সাবধানে থাকবে। ঐ গাছটার ধারে কাছেও যাবে না। যদি যাও তাহলে কিন্তু ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমরা তো ইবলীসের চ্যালেঞ্জ শুনেছ। মনে রেখ সে কিন্তু তোমাদের চরম দুশমন। সে তোমাদেরকে বেহেশত থেকে বের করার চেষ্টা করবে। বেহেশতে তোমাদের খাওয়া দাওয়ার কত আরামের ব্যবস্থা রয়েছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সেখানে কোন কষ্ট পেতে হবে না। রোদের তাপও লাগবে না। আর আমার দেয়া কুদরতী পোশাক তোমাদের জন্য রইল। এ সুবিধাগুলো তোমাদের থেকে যেন সে ছিনিয়ে নিতে না পারে সে বিষয়ে তোমরা সাবধান থাকবে।"

ইবলীস যে কত বড় দুশমন তা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকেও বেহেশতে যাবার এবং আদমের সাথে মেলামেশা করার সুযোগ দিলেন। ইবলীস ধীরে ধীরে আদমের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলল। সে আদমের পরম হিতাকাংখী সেজে বলল, "তুমি কি জান, যে গাছটির কাছে যেতে তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে সে গাছটির ফলের বৈশিষ্ট্য কি ? বেহেশতের এ সুখ চিরস্থায়ী হোক এটা তুমি নিশ্চয়ই চাও। কিন্তু এখানে আল্লাহ তোমাকে বেশী দিন রাখতে চান না। এ গাছের ফল খেলে এখানে চিরদিন থাকতে পারবে। তুমি ভেবে দেখ, তোমার কল্যাণের জন্যই বলছি।"

আদম ও হাওয়া ভাবতে থাকল। কী করা যায় ? আল্লাহ যে ঐ গাছের কাছে যেতেই মানা করেছেন। অথচ ঐ গাছের ফল খেলে চিরদিন বেহেশতের সুখ ভোগ করতে পারব। ওদিকে আল্লাহ বলেন যে, ইবলীস আমাদের দুশমন। তার ধোঁকায় পড়লে কুদরতী খাবার, পানীয় ও পোশাক নাকি হারাব এবং বেহেশত থেকে বের করে দেয়া হবে। এখন কী করা যায় ? আদম এভাবে সন্দেহ দোলায় দুলতে লাগল। বেহেশতের সুখ চিরস্থায়ী করার কামনা বাড়তেই থাকল।

ইবলীস আবার এসে বলল, "হে আদম! আমি কি তোমাকে এমন এক গাছের সন্ধান দেব যার ফল খেলে চিরজীবী হওয়া যায় এবং

www.pathagar.com

চিরস্থায়ী রাজ্য লাভ করা যায় ? তোমাদের রব যে ঐ গাছটি থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছে এর আসল কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তোমরা যাতে ফেরেশতা হয়ে না যাও। অথবা বেহেশতে চিরকাল থেকে যাবার সুযোগ না পাও। তা না হলে বেহেশতের সব গাছের ফল খাওয়া যাবে, আর একটি গাছের ফল কী দোষ করল ? এর কী যুক্তি থাকতে পারে ? বেহেশতে কি কোন মন্দ গাছ থাকতে পারে ? এখানকার কোন ফল কি ক্ষতিকর হতে পারে ? দেখ, আমি কসম খেয়ে বলছি যে, আমি তোমাদের হিতকামী। তোমরা আমার কথার যুক্তি খণ্ডন করতে পারছ না। তাহলে কী তোমরা এখনও সন্দেহ রোগে ভুগছ ?"

এভাবে বারবার ফুসলাতে ফুসলাতে ধীরে ধীরে ইবলীস দু'জনকেই বশ করে ফেলল এবং তারা ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলল।

ফল খাবার সাথে সাথেই এর প্রথম প্রতিক্রিয়া এই দেখা গেল যে, সরকারী কুদরতী পোশাক খুলে গেল। তারা দুজনেই উলংগ হয়ে গেল। ইবলীসের এটাই উদ্দেশ্য ছিল। তার আশা ছিল যে, উলংগ হয়ে গেলে তারা এক নতুন মজার সন্ধান পাবে এবং তাতে মজে গেলে স্থায়ীভাবে আল্লাহর নাফরমানীর জীবন পছন্দ করবে। একবার প্রবৃত্তির দাস বানিয়ে দিতে পারলে আর আল্লাহর দাস হতে চাবে না।

কিন্তু ইবলীসের এ আশা পূরণ হলো না। সে আদম ও হাওয়াকে আল্লাহর আদেশ অমান্য করাতে সক্ষম হলেও তারা যেহেতু আল্লাহর নাফরমানীর নিয়তে ঐ কাজ করেনি সেহেতু তাদের ভুল বুঝতে পারল। তারা উলংগ অবস্থায় থাকা পছন্দ করল না। গাছের পাতা দিয়েই তারা লজ্জাস্থান ঢেকে নিল। ইবলীসের ধোঁকা বুঝতে পেরে তারা ভীষণ অনুতপ্ত হলো। তারা এখন কিভাবে আল্লাহকে মুখ দেখাবে সে চিন্তায় অস্থির হয়ে গেল।

তখন আল্লাহ বললেন, "হে আদম! আমি তোমাকে বলে দেইনি যে, ইবলীস তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। আর ঐ গাছটির কাছে যেতে আমি তোমাকে নিষেধ করিনি ? এরপরও তুমি সতর্ক হলে না ? ইবলীসের ধোঁকায় কেমন করে তুমি পড়লে একথা জানা সত্ত্বেও যে, সে তোমার দুশমন ?"

যা হোক ! ভুল যখন বুঝতে পেরেছ এবং এর জন্য যখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছ তখন মুক্তির পথ পেয়ে যাবে। তবে তোমাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। এখানে তো স্থায়ীভাবে থাকার কথাও ছিল না। পৃথিবীতে পাঠাবার জন্যই তো তোমাকে পয়দা করা হয়েছে। সেখানে

www.pathagar.com

একটা নির্দিষ্ট সময় থাকার পর আবার বেহেশতে আসতে পারবে। বেহেশতে তোমাকে এ ধারণা দেবার জন্য রেখেছিলাম যে, ইবলীস তোমার দুশমন। কিন্তু তুমি তার দুশমন হওনি। তোমরা একে অপরের দুশমন। একথা মনে রেখো। তুমি তাকে দুশমন মনে করনি বলেই সে ধোঁকা দিতে পেরেছে।"

তাদের এ অনুতপ্ত ও পেরেশান অবস্থা দেখে তাদের জন্য আল্লাহর মায়া লাগল। তাই তাদেরকে তাওবা করার ভাষা শিখিয়ে দিলেন। তারা কাতরভাবে আল্লাহর শেখান ভাষায় তাওবা করলেন, "হে আমাদের রব! আমরা তো নিজেদের উপর যুল্‌ম করে ফেলেছি। এখন আপনি যদি মাফ না করেন এবং আমাদের উপর মেহেরবান না হন তাহলে আমাদের আর কোন উপায় থাকবে না। আমরা তাহলে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হব।" আল্লাহ তায়ালা দয়া করে তাদের তাওবা কবুল করে নিলেন।

তাওবা কবুল হবার পর আল্লাহ তায়ালা আদমকে নবীর মর্যাদা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দিলেন, "আদম, হাওয়া, ইবলীস তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে পৃথিবীতে চলে যাও।" এত বড় যোগ্য ও কৌশলী দুশমনসহ পৃথিবীতে আসার কথা শুনে আদম (আঃ) ঘাবড়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আমি তোমাকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছি না। তোমাকে অসহায় অবস্থায় ইবলীসের মুকাবিলায় ছেড়ে দিচ্ছি না। আমার পক্ষ থেকে তোমার নিকট সবসময় প্রয়োজনীয় হেদায়াত পৌঁছতে থাকবে। যারা ঐ হেদায়াত মেনে চলবে তাদের ভয় পাওয়ার বা হতাশ হবার কোন কারণ নেই। অবশ্য যারা ঐ হেদায়াতকে অস্বীকার করবে এবং তা অমান্য করে চলবে তারা চিরকাল দোযখেই থাকবে।"

ঐ রুকূ'টির এত গুরুত্ব কেন ?

সূরা আল-বাকারার ৪র্থ রুকূ'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলার কারণ হলো এর ব্যাপক ভুল ব্যাখ্যা। ছোট বেলা থেকে যত ওয়ায শুনেছি, তাতে আদম ও ইবলীসের এ কাহিনী ছাড়া কোন ওয়ায শেষ হতে দেখিনি। বরং প্রায়ই এ কাহিনী দিয়েই ওয়ায শুরু হতো। কিন্তু এ কাহিনীর যে ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত শুনে এসেছি তা যুক্তির দিক দিয়ে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ঐ ব্যাখ্যা কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষার সাথে মোটেই খাপ খায় না। অথচ এ অপব্যাখ্যাই সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

www.pathagar.com

সূরা আল-বাকারা হিজরতের পর নাযিল হয়েছে। এর আগেই অধিকাংশ সূরা নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এত পরের সূরাটি কুরআনের শুরুতেই রাখার বিরাট উদ্দেশ্য রয়েছে। সে উদ্দেশ্য রুকূ'টির ভুল ব্যাখ্যার কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়। এ রুকূ'টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এর সঠিক ব্যাখ্যার উপরই গোটা কুরআনের মর্মকথা বুঝা নির্ভর করে। লাল রং-এর চশমা চোখে দিলে দুনিয়ার সবকিছু লালই দেখায়–যদিও বাস্তবে তা নয়। তেমনি এ রুকূ' থেকে ভুল দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করলে গোটা কুরআনকে ঐ রংগেই দেখবে। বিষয়টা তাহলে বিরাট গুরুত্ব বহন করে। এ রুকূ'র প্রচলিত ব্যাখ্যা মানুষকে কুরআনের বিপ্লবী অর্থ বুঝতে দেয় না। ঐ ভুল ব্যাখ্যাই ইসলামকে নিছক অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মে পরিণত করে রেখেছে। রূহানিয়াতের নামে ঈমানদারদেরকে ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, আর বাতিল দ্বীনের অধীনে ইসলামের শুধু ধর্মীয় বিধান পালনে সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কুরআনের যে বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করলেন তা ঐ বৈরাগী ব্যাখ্যায় ঢাকা পড়ে গেল।

এ কারণেই সূরা আল-বাকারার ৪র্থ রুকূ'টিকে আমি কুরআনের বুনিয়াদী শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত মনে করি। এ রুকূ'র ভুল ব্যাখ্যা ইসলামকে বিকৃত করেছে, রাসূল (সাঃ)-এর বিপ্লবী আন্দোলন থেকে মুসলিমদেরকে দূরে থাকার শিক্ষা দিয়েছে এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর বদলে বৈরাগ্য সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর অলী হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

সূরা আল-বাকারা কুরআনের শুরুতে কেন ?

একথা সবাই জানে যে, কুরআনের সূরাগুলো যেটার পর যেটা নাযিল হয়েছে সে তরতীব অনুযায়ী সাজানো নেই। পূর্ণ সূরা হিসাবে আল-ফাতিহাই পয়লা নাযিল হয় এবং এ সূরাকেই কুরআনের পয়লা সূরা হিসাবে শুরুতে রাখা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় সূরা হিসাবে যে সূরাকে স্থান দেয়া হয়েছে তা আল-ফাহিতার ১৫ বছর পর নাযিল হয়। এ ১৫ বছরে কুরআনের বেশী সংখ্যক সূরা নাযিল হয়েছে। হিজরতের আগের সূরাগুলোকে মক্কী সূরা এবং হিজরতের পরের সূরাগুলোকে মাদানী সূরা বলা হয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, কুরআনে সূরাগুলো সে ক্রম অনুযায়ী সাজানো নেই। যেভাবে সাজানো আছে তা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী জিবরাঈল (আঃ)-এর পরামর্শেই করা হয়েছে। কুরআন নাযিলের সময় সূরার যে তরতীব বা ক্রম ছিল সেভাবে না সাজিয়ে

www.pathagar.com

অন্যভাবে সাজাবার হিকমত কী তা গবেষণা করার বিষয়। এর আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকই জানেন। তবে মানুষের স্বভাব হলো চিন্তা-গবেষণা করে তা বুঝবার চেষ্টা করা। সে গবেষণার ফল সঠিক নাও হতে পারে। তবে এ বিষয়ে মনে যে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় তার একটা যুক্তিপূর্ণ জওয়াব না পেলে মনে একটা অস্থিরতা থেকে যায়।

সূরা আল-ফাতিহার পরপরই সূরা আল-বাকারা দিয়ে কুরআনুল হাকীম শুরু করার পেছনে যেসব হিকমত থাকতে পারে তা নিম্নরূপ ঃ

[১] কুরআন মানুষের হেদায়াতের জন্যই এসেছে। আর হেদায়াত এমন জিনিস যা আল্লাহ পাক কারো উপর জোর করে চাপিয়ে দেন না। যে মন থেকে হেদায়াতের কাংগাল তাকেই তিনি হেদায়াত দেন। তাই আল্লাহ সূরা আল-ফাতিহার মধ্যে শিক্ষা দিলেন যে, কার কাছে কিভাবে হেদায়াত চাইতে হবে। সে সূরাটিকে সবার আগে রাখা হয়েছে যাতে মানুষ পয়লা ঐ সূরা দ্বারা আল্লাহর কাছে হেদায়াতের জন্য ধরণা দেয়। এ কারণেই এ সূরাটি শ্রেষ্ঠ দোয়া বলে গণ্য। আল্লাহর কাছে যতকিছু চাওয়া দরকার এখানে সবটুকু এক সাথে চাওয়া শেখান হয়েছে। জীবনের সব ব্যাপারে সরল সহজ মযবুত পথই মানুষের সবচেয়ে বড় দরকার। তাই এ সূরায় ঐ চাওয়াই শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

আল-বাকারা সূরাটি এমনভাবে শুরু হয়েছে যেন আগের সূরায় যা চাওয়া হয়েছে তারই জওয়াব দেয়া হচ্ছে। পয়লাই বলা হয়েছে, তোমরা যে হেদায়াত চাচ্ছ তা এ কিতাবেই পাবে। এটাই ঐ কিতাব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা হেদায়াত চাও তারা এ কিতাবকে হাতে তুলে নাও। কথাটা এমনভাবে বলা হয়েছে যেন আল-ফাতিহার মাধ্যমে বান্দাহরা হেদায়াতের জন্য দরখাস্ত করেছে এবং বাকী গোটা কিতাব ঐ দরখাস্ত কবুল করে হেদায়াত হিসাবে দেয়া হয়েছে।

[২] কুরআন তো আসলেই ইসলামী আন্দোলনের দিকনির্দেশক (গাইড বুক)। আল্লাহ পাক রাসূল (সাঃ)-কে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার যে বিরাট দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন তা পালন করার ব্যাপারে প্রতি পদে পদে যখন যে হেদায়াত দরকার তাই অহীর মারফতে পাঠিয়েছেন। ঐ দায়িত্ব পালন করতে রাসূল (সাঃ)-এর জীবনের শেষ ২৩টি বছর খরচ করতে হয়েছে। এ ২৩ বছরে দায়িত্ব পালনও শেষ হয়েছে এবং কুরআন নাযিলও পূর্ণ হয়েছে। যে কাজ করাবার জন্য কুরআন এসেছে সে কাজেই পথপ্রদর্শকের (সাঃ) ভূমিকা পালন করেছে।

www.pathagar.com

[৩] যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই শেষ নবী এবং কুরআন পাকই আল্লাহর শেষ কিতাব, সেহেতু সূরাগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে রাসূল (সাঃ)-এর পর যারা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন করবে তারা যেন সহজে কুরআনকে গাইড বুক হিসাবে বুঝতে পারে। এ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সূরা আল-বাকারার প্রথম ৪টি রুকূ গোটা কুরআনের শুরুতে দেয়া খুবই জরুরী ছিল। এখন দেখা যাক আন্দোলনের দৃষ্টিতে এ ৪টি রুকূ' কেন দরকারী।

যখনই কোথাও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য কোন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে তখন দেখা যায় যে, সমাজের মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

(ক) কিছু লোক আন্দোলনের পক্ষে কাজ করে এবং জান-প্রাণ দিয়ে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা চালায়।

(খ) প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় যারা সুবিধা ভোগী ও কায়েমী স্বার্থ–অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যাদের হাতে–তারা ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং জান-প্রাণ দিয়ে নেতৃত্বে টিকে থাকার চেষ্টা করে।

(গ) সমাজের আর সবাই ঐ দুদলের কারো পক্ষেই সক্রিয় হয় না। তারা কোন ঝুঁকি না নিয়ে অবস্থা দেখতে থাকে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য যখন যেমন সুবিধা তেমন আচরণই করে।

ইসলামী পরিভাষায় প্রথম দলটি মুমিন, দ্বিতীয়টি কাফির এবং তৃতীয়টি মুনাফিক। যে কোন আন্দোলনের বেলায়ই একথা সত্য যে, সমাজের মানুষ তিন রকমের আচরণ করে। আল-বাকারার পয়লা দু রকূ'তে ঐ তিন রকম লোকেরই পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, যাতে আন্দোলনকারীরা মানুষের আচরণ থেকে চিনে নিতে পারে যে, কে আন্দোলনের পক্ষে, কে বিপক্ষে আর কে মাঝামাঝি। যারা আন্দোলন পরিচালনা করে তাদের জন্য এ গাইডেন্স (নির্দেশনা) খুবই জরুরী।

[৪] সূরা আল-বাকারার ৩য় ও ৪র্থ রুকূ'তে ঐ হেদায়াত দান করা শুরু হয়েছে যা সূরা আল-ফাতিহার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে চেয়েছে। কিন্তু দুটো রকূ'তে একই মানে বা ঢং-এ হেদায়াত দেয়া হয়নি। তৃতীয় রুকূ'তে সকল মানুষের বুঝবার মতো করে খুব সহজ যুক্তি দিয়ে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, হে মানুষ ! তোমরা যে সিরাতুল মুস্তাকীমের জন্য সূরা আল-ফাতিহার মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছ তা এছাড়া আর

www.pathagar.com

কিছুই নয় যে, তোমাদেরকে আমার গোলাম হিসাবে একমাত্র আমারই দাসত্ব করতে হবে। যিনি তোমাদেরকে, তোমাদের বাপ-দাদাকে পয়দা করেছেন, তোমাদের জন্য পৃথিবীকে আরামে থাকার যোগ্য বানিয়েছেন এবং যিনি তোমাদের যাবতীয় রিযকের সুবন্দোবস্ত করেছেন। তিনি ছাড়া আর কে তোমাদের মনিব হবে ?

কুরআন পাকে কয়েকটি সূরাতেই বলা হয়েছে আমার দাসত্ব কর এটাই সিরাতুল মুস্তাকীম।

وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

(সূরা ইয়াসীন ৬১নং আয়াত)

فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

(সূরা আলে ইমরান ৫১ আয়াত, সূরা মরিয়ম ৩৬ ও সূরা আয যুখরুফ ৬৪ আয়াত)

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ মেনে চললেই সিরাতুল মুস্তাকীমে চলা হবে। ৩য় রুকূ'তে আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য এমন সরল সহজ যুক্তি পেশ করা হয়েছে যা অতি সাধারণ লোকের পক্ষেও বুঝা কঠিন নয়।

কিন্তু ৪র্থ রুকূ'তে আরও উন্নতমানের যুক্তি দ্বারা সিরাতুল মুস্তাকীমের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। যে দাওয়াতের সারকথা হলো, হে মানুষ! তোমাদেরকে আমার খলীফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা দিতে চাই। এ মর্যাদা পাওয়ার একমাত্র পথ হলো আমার দাসত্ব করা। অর্থাৎ তোমাদেরকে শুধু এ কারণেই আমার দাসত্ব করতে বলছি না যে, আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযক দাতা ও পালনকর্তা। আসলে আমার দাসত্ব করাই একমাত্র উপায় যা তোমাদেরকে খলীফার মর্যাদায় পৌছাতে পারে, যে মর্যাদা আমি ফেরেশতাদেরকেও দেইনি।

এভাবে বুঝা যায় যে, সূরা আল-ফাতিহার পর সূরা আল-বাকারাকেই কুরআনের সংকলনে স্থান দেয়ার দরকার ছিল, যাতে ইসলামী আন্দোলনকারীরা সমাজের মানুষ চিনে নিতে পারে এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের দাওয়াত প্রথমেই পেয়ে যায়। তাছাড়া আদম ও ইবলীসের যে কাহিনীর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষ পাঠাবার উদ্দেশ্য বুঝানো হয়েছে তা যেন পুরোপুরি বুঝে নিতে পারে। এটা সঠিকভাবে বুঝবার উপরই সারা কুরআন সঠিকভাবে বুঝা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি ৪র্থ রুকূ'র বৈরাগী ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয় তাহলে সারা কুরআনই অর্থহীন হয়ে যাবে। তাই ৪র্থ রুকূ'র সঠিক ব্যাখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

৪র্থ রুকূ'র ভুল ব্যাখ্যা

আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেশতাদেরকে জানালেন যে, তিনি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন, তখন ফেরেশতারা আপত্তি জানিয়ে বলল যে, আপনি কেন এমন এক সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন যারা দুনিয়াতে ফিতনা ফাসাদ ও খুনাখুনী করবে ? আমরাই তো আপনার গুণগান করছি। এতে কি আপনার পোষায় না ? আর একটা সৃষ্টির কী দরকার হলো ? আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না।

এরপর আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করে তাকে যাবতীয় ইলম শিক্ষা দিলেন। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন, বল দেখি ঐসব জ্ঞান তোমাদের কাছে আছে কিনা যা আদম জানে ? ফেরেশতারা বলল, হে রব! তুমি যতটুকু জ্ঞান আমাদেরকে দিয়েছ এর বেশী আমরা আর কিছুই জানি না। আল্লাহ তখন আদমকে বললেন, তোমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা ওদেরকে শুনিয়ে দাও। যখন আদম শুনিয়ে দিল এবং প্রমাণ হয়ে গেল যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে আদম ফেরেশতার চেয়ে বড় তখন আল্লাহ সব ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন যে, তোমরা আদমকে সিজদা কর। সব ফেরেশতা সিজদা করল, শুধু ইবলীস গর্বভরে সিজদা করতে অস্বীকার করল।

তারপর আল্লাহ আদমকে বললেন, তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশতে যেয়ে বসবাস কর এবং যেখান থেকে যা ইচ্ছা সবকিছু খেতে পার। কিন্তু ঐ গাছটার কাছেও যেয়ো না, তাহলে যালেমে পরিণত হবে। ইবলীস আদমকে পথভ্রষ্ট করল এবং আদম ও হাওয়াকে বেহেশত থেকে বের করার ব্যবস্থা করল। আল্লাহ বললেন, হে আদম! বেহেশত থেকে বের হয়ে যাও। দুনিয়ায় কিছুদিন থাকতে হবে। ইবলীসকে তোমার দুশমন মনে করবে। পৃথিবীতে তোমার কাছে আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত পাঠাব। যারা হেদায়াত মেনে চলবে তাদের কোন ভয় বা চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু যারা তা মানবে না তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী দোযখ।

এটুকু তো গেল মোটামুটি তরজমা। এখান থেকে যে ভুল ব্যাখ্যা করা হয় তা নিম্নরূপ ঃ

১. খলীফা সৃষ্টিতে ফেরেশতারা আপত্তি জানাল।

২. আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ আদমকে এমন কিছু জ্ঞান শিক্ষা দিলেন যা ফেরেশতাদেরকে দেননি।

www.pathagar.com

৩. ইলমের দিক দিয়ে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হবার কারণে ফেরেশতাদেরকে হুকুম করা হলো আদমকে সিজদা করার জন্য।

৪. ইবলীস মুয়াল্লিমুল মালায়েকা (ফেরেশতাদের উস্তাদ) ছিল বলে তারও সিজদা করা কর্তব্য ছিল। তাই সিজদা না করায় অভিশপ্ত হলো।

৫. বেহেশতে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করায় আদম ও হাওয়াকে শাস্তি স্বরূপ দুনিয়ায় নির্বাসন দেয়া হলো।

৬. আদম ও হওয়াকে পৃথিবীর দুটো দূরবর্তী জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। ৩০০ বছর পর্যন্ত তারা আলাদা অবস্থায় থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে থাকলেন। অবশেষে তারা আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হল। এ থেকে আরাফাত নাম হয়েছে যার মানে পরিচিতি।

৭. বেহেশতে আল্লাহর নিষিদ্ধ ফল খাওয়ায় পেটে পায়খানা তৈরী হয়েছে যা ফেলার জায়গা বেহেশতে নেই। তাই দুনিয়ায় পায়খানা করতে আসতে হয়েছে। এখান থেকে পাকসাফ হয়ে বিদায় হতে পারলে আবার বেহেশতে যেতে পারবে।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণে সমস্যা

এ জাতীয় ব্যাখ্যা দ্বারা নিম্নরূপ প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যার কোন জওয়াব তাদের কাছে পাওয়া যায় না যারা ঐ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন ঃ

১. আল্লাহর কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বা আপত্তি জানাবার সামান্য ক্ষমতা বা অধিকারও কি ফেরেশতাদের আছে ?

২. আল্লাহর পক্ষে কি পক্ষপাতিত্ব করা সাজে এবং আল্লাহকে কি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা চলে ?

আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা করা কি ঠিক যে, তিনি আদম ও ফেরেশতাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন এবং আদমকে কোশশেন আউট করে দিয়ে অন্যায়ভাবে জিতিয়ে দিলেন ?

৩. কেউ জ্ঞানে বড় হলেই তাকে সিজদা করা জায়েয হলে শিক্ষকদেরকে ছাত্রদেরও সিজদা করা উচিত।

৪. আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ দিলেন। ইবলীস তো ফেরেশতা নয়, সে তো জিন। তাহলে সে সিজদা না করায় কেন দোষী হলো ? সে-ই বা কেন নিজেকে ঐ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত মনে করল এবং সিজদা না করার অজুহাত প্রকাশ করল ?

www.pathagar.com

৫. আদম সৃষ্টির আগেই আল্লাহ ঘোষণা করলেন যে, তিনি পৃথিবীতে খলীফা পাঠাবেন। তাহলে আদমকে পৃথিবীতে না পাঠিয়ে বেহেশতে কেন পাঠালেন ?

৬. আদমকে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কারণে যদি শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে দুনিয়ার জেলখানায় পাঠান হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীতে খলীফা হিসাবে পাঠাবার যে ঘোষণা আগেই আল্লাহ দিলেন এর মূল্য কী ? খলীফা হওয়া কি মর্যাদা না শাস্তির ব্যাপার ?

৭. আচ্ছা আদম ও হাওয়াকে না হয় নাফরমানীর কারণে দুনিয়ায় শাস্তি ভোগ করার জন্য পাঠান হলো। কিন্তু আর সব মানুষকে কোন্ পাপের দরুন দুনিয়ায় পাঠান হলো ? একজনের পাপের জন্য তার সন্তানাদিকেও শাস্তি দেয়া কি আল্লাহর বিধানে জায়েয আছে ?

৮. কুরআনের আয়াত থেকে তো বুঝা যায় যে, আদম আল্লাহর কাছ থেকে তাওবা করার ভাষা শিখলেন এবং আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও মেহেরবান বলে তাওবা কবুল করলেন। সূরা তোয়াহার ১২২নং আয়াতে মাফ করার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন উঠে যে, মাফ করে দেবার পর আবার শাস্তি দেয়া হবে কেন ? শাস্তির জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়ে থাকলে মাফ করার মূল্য কী রইল ?

৯. এক হাদীসে দুনিয়ার জীবনকে মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য বেহেশত বলা হয়েছে। এ দ্বারা কি দুনিয়াকে শাস্তির জায়গা বলে প্রমাণ হয় ?

১০. আল্লাহ কি বেহেশতে আদমের তাওবা কবুল করেননি ? তিনি কি দুনিয়ায় এসে তাওবা করলেন ? তাহলে আদম (আঃ)-এর নবুওয়াত নিয়ে প্রশ্ন উঠে যে আল্লাহর কোন নবী কি গুনাহগার হতে পারেন ?

যারা এ রুকূ'র ভুল অর্থ করেন তাদের নিকট এসব প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জওয়াব পাওয়া যায় না।

ভুল ব্যাখ্যা থেকে শিক্ষা

এ ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে মেনে নিলে ঐ রুকূ' থেকে এমন ধরনের শিক্ষাই পাওয়া যায় যা ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষার বিপরীত। যেমন ঃ

১. আল্লাহর কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফেরেশতারা আপত্তি তুলবার অধিকার রাখে অথচ একথা সম্পূর্ণ ভুল। তারা আল্লাহর পূর্ণ অনুগত কর্মচারী। তাদের সম্পর্কে কুরআনে আছে যে,

www.pathagar.com

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○ - التحريم : ٦

"আল্লাহ তাদের যে হুকুম করেন তা তারা অমান্য করে না এবং তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।"

–সূরা আত-তাহ্‌রীম ৬ আয়াত

সুতরাং আল্লাহর মরযী বুঝে চলাই তাদের দায়িত্ব। আল্লাহর কোন ফায়সালা সম্পর্কে আপত্তি তোলার কোন ক্ষমতা বা অধিকার তাদের নেই এবং এর কোন উদাহরণও কেউ দেখাতে পারবে না।

২. আল্লাহ আদমকে ফেরেশতাদের চেয়ে ইলমের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আদমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন ও ফেরেশতাদেরকে ফেল করিয়ে দিয়েছেন। ইনসাফের এমন স্পষ্ট খেলাফ কাজ আল্লাহর উপর আরোপ করা অত্যন্ত জঘন্য অপবাদ।

৩. ইলমের দিক দিয়ে আদম শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হওয়ায় আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। একথাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

আদম ও ইবলীসের মধ্যে জ্ঞানের কোন প্রতিযোগিতা ছিল না। আদমের জ্ঞান ফেরেশতার চেয়ে বেশী একথা প্রমাণ করাও কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন এর উপযোগী জ্ঞানও তাদেরকে দিয়েছেন। আদমকে যে দায়িত্ব দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন তা পালন করার জন্য যে জ্ঞান তাকে দেয়া দরকার তা-ই দিলেন। এখানে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন অবান্তর ও অপ্রাসংগিক।

আমরা যাদেরকে চিকিৎসা করার দায়িত্ব দিতে চাই তাকে ডাক্তারী বিদ্যাই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করি। ইঞ্জিনিয়ার যে হতে চায় তাকে সে বিষয়ই শিক্ষা দেয়া হয়। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে জ্ঞানের দিক দিয়ে কে শ্রেষ্ঠ সে প্রশ্ন হাস্যকর। উভয়েই যার যার ক্ষেত্রে জ্ঞানী।

আদম ও ফেরেশতার জ্ঞানের ব্যাপারটা এ উদাহরণ থেকে সহজে বুঝে আসতে পারে।

তাদের মধ্যে জ্ঞানের পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে মনে করলে আল্লাহকে 'কোশশেন আউট' করে আদমকে জিতাবার দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করতে হয়। নাউযুবিল্লাহ।

www.pathagar.com

৪. শয়তানের ধোঁকায় না পড়লে আদমকে বেহেশত থেকে বের হতে হতো না। চিরকাল তিনি সেখানে থাকতে পারতেন। একথা কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত। আল্লাহ আদমকে দুনিয়ায় পাঠাবার জন্যই পয়দা করেছেন।

৫. আদম বেহেশতে আল্লাহর যে নাফরমানী করেছিল এর শাস্তি ভোগ করার জন্যই তাকে পৃথিবীতে পাঠান হয়েছে। অথচ কুরআন বলে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফার দায়িত্ব পালনের জন্য আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মারাত্মক শিক্ষা

মানুষকে শাস্তি দেবার জন্য পৃথিবীতে পাঠান হয়েছে—এ শিক্ষাটাই সবচেয়ে মারাত্মক। যারা এ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তারাই বৈরাগ্য সাধনের পথ বাছাই করে নিয়েছেন। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন কায়েম করার উদ্দেশ্যে বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তারা তাদের কাল্‌বকে পাকসাফ করার জন্য এমন সব তরীকা আবিষ্কার করেন যা রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দেননি।

বলা হয় যে, রাসূল (সাঃ) হেরা গুহায় দীর্ঘ সাধনার পর নবুওয়াত পেয়েছিলেন। তাই এ সাধনার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অহী নাযিল হবার পর কি তিনি আর কখনও বনে জংগলে বা কোন গুহায় যেয়ে সাধনা করেছেন ? যারা রাসূল (সাঃ)-এর উপর ঈমান এনেছেন তাদের কাউকে কি তিনি হেরা গুহায় সাধনা করতে পাঠিয়েছেন ? ইতিহাস কী বলে ? যখনই কোন লোক রাসূল (সাঃ)-এর দাওয়াত কবুল করে ঈমান এনেছেন তখন তাকে যিকর ও তসবীহে বসিয়ে না দিয়ে অন্যদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাবার দায়িত্ব দিয়েছেন। দাওয়াতী কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহর যিকর স্বাভাবিকভাবে করতেই হয়।

রাসূল (সাঃ) দুনিয়াকে মুমিনের জন্য জেলখানা বলেছেন—একথা ঠিক। কিন্তু এটা শাস্তির অর্থে বলেননি। এ হাদীসটিতে দুটো কথা আছে। তার একটি কথা হলো দুনিয়া কাফিরদের জন্য বেহেশত। যদি মুমিনের জন্য দুনিয়া জেলখানা বলার অর্থ শাস্তি মনে করা হয় তাহলে কাফিরদের জন্য দুনিয়ায় পুরস্কার অর্থেই বেহেশত বলা হয়েছে মনে করতে হবে। এমন অদ্ভুত অর্থ কি কেউ মেনে নিতে পারে ? তাহলে ঐ বিখ্যাত হাদীসটির সঠিক অর্থ কী ?

www.pathagar.com

এর অর্থ খুবই স্পষ্ট। কাফিররা দুনিয়াকে বেহেশতের মতো চিরস্থায়ী মনে করে। এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে সে কথা তাদের খেয়ালে থাকে না। তারা দুনিয়ার মজা লুটতে থাকে এবং হালাল-হারামের পরওয়া না করে এমনভাবে সম্পদ জমা করতে থাকে যেন কোনদিন তাকে মরতে হবে না এবং চিরকাল কেবল ভোগই করতে থাকবে।

মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গী এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মৃত্যুর পরপারের জীবনই তার আসল লক্ষ্য। দুনিয়া তার নিকট ক্ষণস্থায়ী। এটাকে সে স্থায়ী বাসস্থান মনে করে না। দুনিয়ার অপর পারে তার স্থায়ী বাসস্থান বেহেশতের আশায়ই সে কাজ করে। জেলখানার কয়েদীদের জীবনের সাথে মুমিনের হুবহু মিল রয়েছে। কয়েদী কখনও জেলখানাকে তার বাড়ী মনে করে না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যাদের হয় সে কয়েদীরাও নিজের বাড়ীর কথা ভুলে না। দেহটা জেলে থাকলেও মনটা বাড়ীতেই চলে যায়। হাদীসের উপমাটা কত সত্য ও কত চমৎকার !

যারা দুনিয়াকে শান্তির জায়গা মনে করেন তারা (الدنيا مزرعة) "দুনিয়া আখিরাতের কৃষি ভূমি"–এ হাদীসটির কী অর্থ করবেন ? এ হাদীসে দুনিয়াকে কর্মভূমি ও সংগ্রামের ময়দান বলেই ঘোষণা করেছে যার ফসল আখিরাতে পাওয়া যাবে। জেলখানায় যে বেগার খাটুনী কয়েদীদেরকে দিতে হয় এর কোন সুফল বা প্রতিদান তারা পায় না। কিন্তু দুনিয়াতে মানুষের কর্মজীবনের পর আখিরাতে এর ফসল পাবে। দুনিয়ার কৃষি ভূমিতে যদি কাঁটা বা গাঁজার ফসল ফলিয়ে থাকে তাহলে তেমন ধরনের বদলাই ওখানে পাবে। আর ভাল ফসল ফলিয়ে গেলে সেখানেও ভালই পাবে।

এক পীর সাহেবের ওয়ায শুনেছিলাম এ বিষয়ে। তিনি বললেন, বেহেশতে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ায় পেটে নাপাক পায়খানা পয়দা হয়ে গেল যা ফেলার জায়গা বেহেশতে নেই। তাই আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন যাতে পায়খানা করে পাক সাফ হয়ে আবার বেহেশতে যাওয়া যায়। দুনিয়ার জীবনটা যিকর-আযকারে নিয়োগ করে কোন রকমে কাটাতে হবে। শুধু বেঁচে থাকার প্রয়োজনে দুনিয়ার জন্য সামান্য কিছু সময় দেয়া লাগবে। দুনিয়ায় যে, আল্লাহ তায়ালা বিরাট এক দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন সে বিষয়ে ওয়াযে কোন ইংগিত ছিল না। এভাবেই বৈরাগ্য জীবনকেই খাঁটি ইসলামী জীবন বলে শিক্ষা দেয়া হয়।

এসব ভ্রান্ত শিক্ষা ৪র্থ রুকূ'র কাহিনী থেকে যারা গ্রহণ করে তারা এ শিক্ষার ভিত্তিতেই গোটা কুরআনকে পড়েন এবং এ রংগীন চশমা দিয়েই

www.pathagar.com

কুরআনকে দেখেন। কুরআন যে মহান বিপ্লব সাধনের জন্য এসেছে তা তাদের মাথায় ঢুকেই না। রাসূল (সাঃ)-এর সংগ্রামী জীবনকে তারা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন না। বাতিল শক্তির সাথে আপস করে দুনিয়ায় তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব কায়েম রাখেন। তাদের ধর্মীয় খেদমতের সহযোগিতা করতে বাতিল হামেশা প্রস্তুত। বাতিল শক্তিও তাদের দোয়া ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত থাকে না।

ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে তাদের কোন সংঘর্ষ হয় না। কারণ ইসলাম বিরোধীরা এ জাতীয় ধর্মীয় শক্তিকে তাদের দ্বীনে বাতিলের বিরোধী মনে করে না। এসব ধর্মীয় শক্তি রাজনীতি নিরপেক্ষ। তারা সাধারণত রাজনীতি করে না। কিন্তু তাদের কেউ কেউ ইসলাম বিরোধী রাজনীতির সহায়কের ভূমিকাও পালন করেন। ইকামাতে দ্বীনের জিহাদে যারা সক্রিয় নয় তাদেরকে পরোক্ষভাবে ইসলাম বিরোধী রাজনীতির সহায়ক শক্তিতেই পরিণত হতে হয়। কারণ আন্দোলনের ময়দানে একেবারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকা যায় না।

৪র্থ রুকূ'র সঠিক ব্যাখ্যা

আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের কাছে একথা ঘোষণা করলেন যে, তিনি পৃথিবীতে এমন এক নতুন সৃষ্টি পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার উপর খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হবে। আল্লাহ কোন প্রস্তাব পেশ করেননি যে, এ বিষয়ে ফেরেশতাদের মতামত দেবার কোন দরকার থাকতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ যখন যা সৃষ্টি করতে চান তিনি 'কুন' বললেই তা পয়দা হয়ে যায়। আর কোন সৃষ্টির বেলায় ফেরেশতাদেরকে ডেকে ঘোষণা দেয়া হয় না। এ নতুন সৃষ্টির সময় কেন তা করা হলো ?

আল্লাহ কোন বেদরকারী কাজ করেন না। খেলাফতের যে দায়িত্ব দেবার জন্য নতুন সৃষ্টির সিদ্ধান্ত আল্লাহ নিলেন সে দায়িত্বের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সহযোগিতার দরকার আছে বলেই আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিলেন। এর ব্যাখ্যা পরে আসছে।

খলীফা ও খিলাফত

খলীফা শব্দটি খালাফ (خلف) শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে। খালাফ অর্থ পরবর্তী। এ শব্দটি سلف শব্দের বিপরীত। সালাফ অর্থ পূর্ববর্তী। খলীফা শব্দের মূলগত অর্থ Successor, উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত (একজনের

www.pathagar.com

জায়গায় আর একজনের দায়িত্ব গ্রহণ করা)। এ থেকে দ্বিতীয় অর্থ হলো প্রতিনিধি। অর্থাৎ একজন কোন বিষয়ে আর একজনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করা। এ কাজটি হলো খিলাফত। আর যে এ কাজটি করে সে হলো খলীফা।

প্রতিনিধি অর্থে যখন কাউকে খলীফা বলা হয় তখন বুঝতে হবে যে, সে মনিব নয়, তার স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করার অধিকার নেই। সে যার প্রতিনিধি তার ইচ্ছা ও মরযী মতো কাজ করাই তার দায়িত্ব। সে নিজের মরযীতে কাজ করলে প্রতিনিধি বলে গণ্য হবে না। সে যে মনিবের প্রতিনিধি সে তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা তার ইচ্ছা মতো পালন না করলে তাকে প্রতিনিধি বলে স্বীকার করবে না।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে খলীফার দায়িত্ব দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। এ দায়িত্ব দু প্রকার ঃ

১ আল্লাহ পাক মানুষের দেহে, মানব সমাজে ও বস্তুজগতে অনেক ইখতিয়ার দিয়েছেন যা তাকে বহু অধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছে। মানব দেহের অংগ প্রতংগ, চিন্তাশক্তি ও মানসিক প্রবণতা ; মানব সমাজে জীবন যাপনের সুযোগ ও একে অপরের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধা এবং বস্তুজগতের অগণিত জিনিস ব্যবহারের অধিকার ইত্যাদি মানুষকে আল্লাহই দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এ সবের মালিক বানিয়ে দেননি। এগুলোকে কিভাবে ব্যবহার করা হলো সে বিষয়ে মানুষকে জওয়াবদিহি করতে হবে এবং আখিরাতে সে অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে। এ দায়িত্বের দিক দিয়ে সব মানুষই খলীফা।

সূরা আল-আনয়ামের শেষ আয়াতটি খলীফার এ অর্থ চমৎকার ভাষায় তুলে ধরেছে ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰكُمْ ط ـ الانعام : ١٦٥

"তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে অন্য কতক লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যাতে যা কিছু তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া যায়।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৬৫

এখানে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

(ক) সকল মানুষকে পৃথিবীতে খলীফা হিসাবে পাঠান হয়েছে।

www.pathagar.com

(খ) সব মানুষকে সমান দায়িত্ব দেয়া হয়নি। কারো দায়িত্ব, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার বেশী, কারো কম। এমন কি কিছু মানুষকে অন্য কোন মানুষের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারও দেয়া হয়। সব মানুষকে সমান যোগ্যতা ও কাজের সুযোগ দেয়া হয় না। যাকে যতটুকু দায়িত্ব দেয়া হয় তার কাছ থেকে সে অনুযায়ীই হিসাব নেয়া হবে।

(গ) খিলাফতের এ দায়িত্বটি আসলে পরীক্ষা। আল্লাহ এ দায়িত্ব দিয়ে মানুষকে বিরাট পরীক্ষায় ফেলেছেন। আল্লাহর মালিকানাধীন যেসব জিনিস মানুষের ইখতিয়ারে দেয়া হয়েছে এ সবই আমানত মাত্র। যিনি আমানত রেখেছেন তিনি পরীক্ষা নিচ্ছেন যে, কে কিভাবে এ আমানত ব্যবহার করে। এ পরীক্ষার ফলই মানুষ আখিরাতে পুরস্কার বা শাস্তির আকারে পাবে।

[২] খিলাফতের দ্বিতীয় প্রকার দায়িত্বের উদাহরণ সূরা আন-নূরের ৫৫নং আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط ـ النور : ٥٥

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, তাদের নিকট আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, অবশ্যই তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব দেয়া হবে যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল। আর যে দ্বীনকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন তাদের সে দ্বীনকে তাদের জন্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হবে এবং তাদের ভয়ের পর নিরাপত্তা দ্বারা তা অবশ্যই বদলিয়ে দেয়া হবে।"

যে সময় এ আয়াতটি নাযিল হয় সে সময় মদীনার ছোট্ট রাষ্ট্রটি কুরাইশদের নেতৃত্বে বারবার গোটা আরব শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিল। অপর দিকে মদীনার ইয়াহুদী গোত্রগুলো ও তাদের সমর্থক মুনাফিক দল ভেতর থেকে দুশমনদের পক্ষে কাজ করছিল। তখনও আল্লাহর দ্বীন মজবুতভাবে কায়েম হতে পারেনি। আর ভয় তো লেগেই ছিল ভেতর ও বাহির থেকে।

এ আয়াতে মুনাফিকদের জানিয়ে দেয়া হলো যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ঈমানের দাবীদার হলেই আল্লাহ তাদেরকে সে

www.pathagar.com

কঠিন দায়িত্ব দেন না। ঐ মহান দায়িত্ব অর্পণ করার ওয়াদা শুধু তাদের জন্য যারা ঈমানের সাথে সাথে আমলের দিক দিয়ে এর জন্য যোগ্য। মুমিনীন ও সালেহীনদের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক দ্বীনকে মজবুতভাবে কায়েম করে দেবেন এবং বর্তমান ভয় দূর করে পরম নিরাপদ অবস্থা এনে দেবেন। এ ওয়াদা আল্লাহ অবশ্যই পালন করেছেন।

খিলাফতের এ দায়িত্বটি হলো আল্লাহর দেয়া বিধানকে তার পক্ষ থেকে মানব সমাজে চালু করার কাজ। আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর নিকট মানব জাতির জন্য যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান পাঠিয়েছেন তা বাস্তবে কায়েম করার জন্য যারা চেষ্টা করে তারাই এ দ্বিতীয় অর্থে আল্লাহর খলীফা। এ অর্থে সব মানুষ আল্লাহর খলীফা নয়। এ অর্থে সাহাবায়ে কেরাম সবাই খলীফা ছিলেন। যে চারজনকে খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয় তারা অন্য অর্থে খলীফা। তারা খলীফাতুর রাসূল। অর্থাৎ যে দায়িত্ব আল্লাহর রাসূল পালন করে গেলেন তা তাঁর উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা পালন করেছেন।

খিলাফতের দায়িত্বের ব্যাখ্যা

ইতিপূর্বে আর কোন সৃষ্টিকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি। খলীফা অর্থ প্রতিনিধি। আল্লাহর প্রতিনিধি মানে আল্লাহর কোন একটা কাজ (আল্লাহ নিজে না করে) তাঁর পক্ষ থেকে করার দায়িত্ব। প্রতিনিধিত্বের ঐ দায়িত্বটা কী ?

আল্লাহ যত কিছু সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকের জন্য এর উপযোগী জীবন বিধান তৈরী করে তিনি নিজেই তা ঐ সৃষ্টির উপর কায়েম ও জারী করেন। সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা, গাছ-পালা-নদী-নালা, পাহাড়-পবর্ত-সাগর-মরুভূমি-জংগল, আকাশ-বাতাস-আগুন-পানি, পশু-পক্ষী-কীট-পতংগ, এমনকি অণু-পরমাণু পর্যন্ত সবাই আল্লাহর রচিত বিধান বাধ্য হয়ে মেনে চলছে। কারো সাধ্য নেই ঐ নিয়ম অমান্য করার। মানুষের দেহের জন্য যত বিধি-বিধান দরকার তা-ও তিনিই তৈরী করেছেন এবং তিনি নিজেই তা চালু করেন। সৃষ্টির এসব বিধান তিনি কোন নবীর মাধ্যমে পাঠাননি। নিজেই তিনি আইনদাতা ও আইন প্রয়োগকারী। এ দাবীই তিনি সূরা আলে-ইমরানের ৮৩ আয়াতে করেছেন।

কিন্তু যে বিধি-বিধান তিনি নবীর মাধ্যমে পাঠান তা কায়েম ও জারী করার দায়িত্ব আল্লাহ নিজে পালন করেন না। এ দায়িত্ব পালনের ভার নবী ও যারা নবীর প্রতি ঈমান আনে তাদের উপর তিনি দিয়েছেন। আইন

www.pathagar.com

ও বিধান আল্লাহর বটে, কিন্তু তা জারী ও চালু করার কাজটি আল্লাহ নিজে না করে তাঁর পক্ষ থেকে করার দায়িত্ব মানুষকে দেয়া হয়েছে। এটাই হলো খিলাফতের দায়িত্ব।

খিলাফতের এ দায়িত্ব ফেরেশতাকেও দেয়া হয়নি, জিনকেও দেয়া হয়নি। শুধু মানুষকেই দেয়া হয়েছে। এ দায়িত্ব এত ব্যাপক যে, তা পালন করার জন্য আল্লাহর গোটা সৃষ্টিজগতকেই ব্যবহার করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই মানুষকে সম্বোধন করে সূরা আল-বাকারার ৩য় রুকূ'র শেষ দিকে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ـ البقرة ٢٩

"তিনিই সে সত্তা যিনি (হে মানুষ) তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৯

মানুষের দেহ কিন্তু আসল মানুষ নয়। আসল মানুষ হলো রূহ যা একটি নৈতিক সত্তা। সহজ ভাষায় আমরা যাকে বিবেক বলি সেটাই হচ্ছে মানুষ। এ মানুষকে আল্লাহ পাক এ অধিকার ও দায়িত্ব দিয়েছেন যে, সে পৃথিবীর সবকিছুকে ব্যবহার করতে পারবে। তাই আমরা দেখছি যে, শুধু মানুষই বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের বস্তু ও শক্তিকে নিজেরা ব্যবহার করতে সক্ষম। জিনকে এ ক্ষমতা ও অধিকার দেয়া হয়নি। এ দায়িত্ব ফেরেশতারও নয়।

আল্লাহ পাক মানুষকে দুটো জিনিস দিয়েছেন। একটা হলো এ বস্তুজগত। দ্বিতীয়টা হলো এমন এক উপযুক্ত দেহ যা বস্তুজগত ব্যবহার করতে সক্ষম। চিন্তা-গবেষণা করা এবং ঐ গবেষণার ফলকে নিজেদের জীবনে কাজে লাগানোর জন্য যে ধরনের মন-মগজ ও অংগ-প্রত্যংগ উপযোগী তেমন দেহই মানুষকে দেয়া হয়েছে।

খিলাফতের কাজটাকে বুঝবার জন্য একটা বাস্তব উদাহরণই যথেষ্ট ঃ

পশু-পক্ষী, কীট-পতংগ ও গাছ-পালার জন্য যেসব জিনিস রিযক হিসাবে দরকার এর উৎপাদন ও বণ্টনের দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং পালন করেন। কিন্তু মানব সমাজে এ দায়িত্ব তিনি মানুষের উপর অর্পণ করেছেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান নবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষ শুধু নিজের দেহটুকু ব্যবহার করলেই যথেষ্ট হয় না। বস্তুজগতের যাবতীয় শক্তি কাজে লাগাতে হয়। উৎপাদন যথাযথ হলে তা বণ্টনের ব্যবস্থাও মানুষকেই করতে হয়। আল্লাহর দেয়া

www.pathagar.com

সৃষ্টিজগতকে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিত উপায়ে উৎপাদন করে আল্লাহর দেয়া ইনসাফের বিধান মতো তা হকদারদের কাছে পৌঁছাবার কাজটি বিরাট ব্যাপার। এ কাজটি আল্লাহ নিজে করে দেবেন না। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কাজটি করা হলে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা হবে। এ একটি উদাহরণ থেকেই বুঝা যায় যে, খলীফার কাজ বহুমুখী এবং এর জন্য বস্তুজগতকে ব্যবহার করা ছাড়া এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বের সাথে আরও একটা বড় ব্যাপার জড়িত। সেটা হলো মানুষের স্বাধীনতা। আল্লাহ সব সৃষ্টিকে তার আইন মানতে বাধ্য করেছেন। মানুষকেও যদি এভাবে বাধ্য করতেন তাহলে আল্লাহ মানুষের উপরও নিজেই আইন জারী করতেন। কিন্তু মানুষকে সেভাবে বাধ্য না করার কারণেই তাকে স্বায়ত্ব শাসন দিতে হলো। অর্থাৎ মানুষ বস্তুজগতকে ব্যবহার করার যে ক্ষমতা পেল তা আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী ব্যবহার করতে তাকে বাধ্য করা হয়নি। তাই আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজের মনগড়া নিয়মে ঐ ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগও মানুষ পেয়ে গেল। এটা মোটেই আল্লাহর পছন্দ নয়। তাই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা আল্লাহর আইন মুতাবেক এ ক্ষমতা ব্যবহার করবে তাদেরকে মহা পুরস্কার এবং যারা মনগড়া নিয়মে চলবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। শাস্তি ও পুরস্কার তো আখিরাতের ব্যাপার। দুনিয়াতে তো মানুষ এটুকু স্বাধীনতা পেয়েই গেল।

মানুষ ও জিন ছাড়া আর সব সৃষ্টি বাধ্য হয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলছে। মানুষ ও জিনের জন্য নবীর মাধ্যমে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা মানতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়নি। একথাটিই সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ ـ ال عمران : ٨٣

"মানুষ কি আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য বিধান তালাশ করে ? অথচ আসমান ও যমীনে যাকিছু আছে সবই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে বা ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর তাঁরই দিকে সবাই ফিরে যাবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩

www.pathagar.com

এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "হে মানুষ! তোমার জন্য যে বিধান আমি নবীর মাধ্যমে পাঠালাম তা মানতে আমি তোমাদেরকে বাধ্য করিনি বলেই কি তোমরা সে বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোথাও বিধান তালাশ করছ ? অথচ আর সব সৃষ্টি বাধ্য হয়ে আমার বিধান মেনে চলছে।"

ইসলাম গ্রহণ করা মানেই আল্লাহর বিধান মেনে নেয়া। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। আসলে ইসলামের সংজ্ঞা হলো আল্লাহর বিধান। যে সৃষ্টির জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছে তা-ই সে সৃষ্টির ইসলাম। সূর্যের জন্য রচিত বিধান সূর্যের ইসলাম। তেমনি মানুষের জন্য রচিত বিধান মানুষের ইসলাম। শুধু পার্থক্য এটুকু যে, মানুষের ইসলাম মেনে চলতে বাধ্য করা হয়নি। আর সব সৃষ্টিকে বাধ্য করা হয়েছে। জিনকেও মানুষের মতোই স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তাদেরকে খিলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়নি।

ফেরেশতাদের সহযোগিতা

মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব দেবার কারণে স্বাভাবিকভাবেই যে স্বাধীনতার অধিকার মানুষ পেল তার ফলে মানুষের জীবনে ফেরেশতার সহযোগিতা প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। আগুন, পানি, বাতাস, পাহাড়, পর্বত, জীবজন্তু ইত্যাদি ফেরেশতাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। আল্লাহ যখন যেভাবে এ সবকে পরিচালনার নির্দেশ দেন তখন ফেরেশতারা সেভাবেই নিয়ন্ত্রণ করেন। এ অবস্থায় এ সব শক্তি ব্যবহার করার ব্যাপারে মানুষ যদি আল্লাহর আইন মেনে চলে তাহলে ফেরেশতাগণ নিজে থেকেই তার নিয়ন্ত্রণাধীন বস্তু ব্যবহারে সহযোগিতা করবেন।

কিন্তু আল্লাহর আইন যারা মেনে চলে না তারা যখন মন্দ উদ্দেশ্যে ও অন্যায়ভাবে বস্তুশক্তি ব্যবহার করতে চাইবে তখন স্বাভাবিক কারণেই ফেরেশতারা তা পছন্দ করবে না। যেমন কেউ যদি আগুন দিয়ে কারো ঘর জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করে তখন ফেরেশতা ঐ আগুনের জ্বালানী শক্তি বিনষ্ট করে দিতে সক্ষম। যদি ফেরেশতা তা করে তাহলে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয়ে যাবে। তাই মানুষের এ স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে মানুষ যত অপছন্দনীয় কাজই করুক তাকে বাধা দেয়া চলতে পারে না। তাই মানুষকে আল্লাহ যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তা বজায় রাখার প্রয়োজনেই ফেরেশতাদের সহযোগিতা জরুরী।

www.pathagar.com

তাই মানুষের জীবন যাপনে ফেরেশতারা সক্রিয়ভাবে জড়িত। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা আদম সৃষ্টির সময় ফেরেশতাদেরকে এ নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া দরকার মনে করেছেন। তা না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় কোন কিছু সৃষ্টি করার ব্যাপারে এভাবে ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলে দেবার প্রয়োজন হয় না। আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দেবার উদ্দেশ্য এটাই। এ সিজদার অর্থ হলো আদমের আনুগত্য। অর্থাৎ মানুষ যা করতে চায় করতে দিতে হবে, তাকে কোন কাজে যেন ফেরেশতারা বাধা না দেয় সে কথার স্বীকৃতি আদায় করাই সিজদার আসল উদ্দেশ্য।

ফেরেশতাদের খট্‌কা

পৃথিবীতে খলীফা পাঠান হবে, আল্লাহর এ ঘোষণা শুনবার সাথে সাথে ফেরেশতাদের মনে দুটো খট্‌কা সৃষ্টি হলো। খট্‌কা দুটো কি তা স্পষ্ট করে প্রকাশ না করলেও তারা যা বলল তা থেকে আল্লাহ বুঝে নিলেন। তাদের খট্‌কা দুটো ছিল এই ঃ

১. ইয়া আল্লাহ! এ পর্যন্ত খলীফার দায়িত্ব দিয়ে কোন সৃষ্টি আপনি করেননি। এ দায়িত্ব দিলে আপনার আইন না মানার সুযোগও তাদের থাকবে। তাহলে ফেতনা-ফাসাদ এবং খুনাখুনীও করবে। তাই আমরা চিন্তিত। আপনি এমন সৃষ্টি করতে চান কেন তা আমাদের বুঝে আসছে না।

২. আমাদের উপর আপনার তাসবীহ ও তাকদীসের যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা তো পালন করছি। আমাদের দায়িত্ব পালনে কি আপনি সন্তুষ্ট নন? এ কাজটি আরও ভালভাবে করার দায়িত্ব দেয়াই কি আর একটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ?

এ দুটো খট্‌কা তারা যে ভাষায়ই প্রকাশ করুক তা আল্লাহ বুঝতে পেরে মন্তব্য করলেন যে, আমি কি উদ্দেশ্যে নতুন সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা তোমাদের জানা নেই বলেই এমন খট্‌কা প্রকাশ করেছ। তোমরা অপেক্ষা কর। তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমাদের ধারণা ঠিক নয়।

তাসবীহ ও তাকদীস

ফেরেশতাগণ যে বললেন, আমরা তো আপনার তাসবীহ ও তাকদীস করছি, সে কথার তাৎপর্য কি ? তাসবীহ অর্থ Glorify করা অর্থাৎ মুখে আল্লাহর গৌরব মহিমা প্রচার করা এবং দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর গৌরব প্রকাশ করা। আল্লাহ যেসব দায়িত্ব ফেরেশতাদেরকে দিয়েছেন তা

www.pathagar.com

ঠিক মতো আদায় হলেই গৌরব-মহিমা প্রকাশ পায়। আর তাকদীস মানে Sanctify করা—অর্থাৎ মুখে পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং পবিত্রতার সাথে দায়িত্ব পালন করা। আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব ফেরেশতারা যথাযথ পালন করলে সৃষ্টিজগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র থাকে এবং বিশ্ব স্রষ্টার যাবতীয় বিধান যে পবিত্র তা প্রমাণিত হয়।

ফেরেশতারা একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, হে আমাদের রব! আমাদের এ কাজে কি আপনি সন্তুষ্ট নন যার কারণে খলীফা পয়দা করতে চাচ্ছেন ? তাদের ঐ কথার অর্থ এটা নয় যে, "আমরা তো আপনার গুণগান করছিই। এতে কি আপনার পোষায় না ? এ কাজের জন্যই কি আর একটি সৃষ্টির প্রয়োজন ?"

আদমকে জ্ঞান দান

দুনিয়ায় খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য যে জ্ঞান আদমের দরকার সে জ্ঞানই তাকে আল্লাহ তায়ালা শিক্ষা দিলেন। এরপর তিনি ফেরেশতাদেরকে বললেন, তোমাদের কাছে আদমকে দেয়া জ্ঞান আছে কি ? ফেরেশতারা তো ভালভাবেই জানে যে, কার কাছে কদ্দুর জ্ঞান আছে তা আল্লাহর অজানা নেই। তাই আল্লাহর প্রশ্ন শুনেই তারা বুঝে নিলেন যে, ঐ জ্ঞান তাদের কাছে নেই। তারা চমৎকার বিনয়ী ভাষায় আল্লাহকে বলল, "আমাদের কাছে কতটুকু ইলম আছে তা আপনার অজানা নয়। কারণ আপনি যতটুকু ইলম দান করেছেন এছাড়া আর কোন ইলমই আমাদের নেই।"

তারপর আল্লাহ আদমকে বললেন, তোমাকে যে ইলম দেয়া হয়েছে তা ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দাও। আদম ফেরেশতাদের নিকট তাকে দেয়া জ্ঞান প্রকাশ করার পর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন, "আমি বলিনি যে, আমি যা জানি তা তোমরা জান না। আসমান যমীনের যাবতীয় গায়েবী ইলম একমাত্র আমারই কাছে আছে। আর তোমরা খট্‌কা প্রকাশ করতে গিয়ে যেটুকু বলেছ তা যেমন আমার জানা হয়েছে, তেমনি তোমরা মনে যে ধারণা নিয়ে কথা বলেছ (যা তোমরা প্রকাশ করনি) তাও আমি জানি। তোমরা তো এ ধারণাই করেছিলে যে, আমি তোমাদের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছি আদমকে সে দায়িত্বই দিয়েছি আরও উন্নতমানে কাজ করার জন্য। এখন দেখলে তো যে, আদমের দায়িত্ব ভিন্ন। তাই আদমকে ঐ দায়িত্বের উপযোগী ইলমই দিয়েছি যা তোমাদেরকে দেইনি। যেমন তোমাদেরকে যে ইলম দিয়েছি তা আদমকে দেইনি। কারণ তোমাদের

www.pathagar.com

দায়িত্ব আলাদা। আমি যাকে যে কাজের জন্য নিয়োগ করি তাকে এর উপযোগী ইলমও দান করি। নইলে সে দায়িত্ব কিভাবে পালন করবে ?"

এভাবে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের দ্বিতীয় খট্‌কার জওয়াব দিলেন। প্রথম খট্‌কার জওয়াব রুকূ'র শেষ দিকে দেয়া হয়েছে যা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

আদমকে সিজদা করার বিষয়

আগেই সিজদা করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সে সিজদা নামাযের সিজদার মতোই ছিল কিনা তা জানার উপায় নেই। সিজদা অর্থ নত হওয়া। আল্লাহ যদি নামাযের মতো সিজদা করতে আদেশ করে থাকেন তাহলেও আপত্তির কারণ নেই। তিনি যদি পিতাকে সিজদা করার হুকুম দিতেন তাহলে আমরা করতে বাধ্য হতাম। তাঁর আদেশ নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। কিন্তু আদমকে সিজদা করার বিষয়টাকে দলিল বানিয়ে পীরকে সম্মানজনক সিজদা জায়েয করার কোন উপায় নেই।

এখানে একটি জটিল প্রশ্ন আছে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে সিজদা করতে আদেশ করলেন এবং তারা সবাই করল। ইবলীস তো ফেরেশতা ছিল না। সে জিন জাতির বলে কুরআনেই উল্লেখ রয়েছে। তাহলে সে সিজদা না করায় কি দোষ হলো ? ইবলীস কিন্তু এ প্রশ্ন তুলেনি। সে বলতে পারতো, আমি তো ফেরেশতা নই, সিজদা না করায় আমার অপরাধ হবে কেন ? এতে বুঝা গেল যে, সিজদার হুকুম ইবলীসের উপরও প্রযোজ্য ছিল বলে সে নিজেও বুঝেছিল।

এখন প্রশ্ন হলো, ইবলীসের উপর সিজদার হুকুম কেমন করে বর্তাল ? যখন তার উপরও সিজদার নির্দেশ ছিল বলে প্রমাণিত, তখন এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এর একমাত্র ব্যাখ্যা এটাই যে, ইবলীস আল্লাহর ইবাদত করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌছল যে, আল্লাহ তাকে ফেরেশতাদের মর্যাদা দিলেন। তাই ফেরেশতার প্রতি যে হুকুম এলো তা তারও পালনীয় ছিল।

কিন্তু তার জাত জিনই ছিল। জাতে সে ফেরেশতা হয়ে যায়নি। যেমন কোন ব্যক্তি মাদ্রাসা পাশ করে জাতে আলেম না হয়েও ইলম চর্চার ফলে আলেম সমাজের মধ্যে গণ্য হতে পারে। যদি জাতে বা সত্তায়ও সে ফেরেশতা হয়ে যেতো তাহলে সে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কল্পনাও করতে পারত না। ফেরেশতা নূরের তৈরী, আর জিন 'নার' বা আগুনের তৈরী। এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মাটির তৈরী মানুষকে নবী বানান হলেও

www.pathagar.com

তিনি মানুষই থাকেন। তিনি অতিমানব বা মানব স্বভাবের বাইরের কোন সৃষ্টিতে পরিণত হন না।

আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে যে উদ্দেশ্যে আদমের আনুগত্য করার আদেশ দিলেন, ইবলীস সিজদা না করায় ঐ উদ্দেশ্যের কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ সৃষ্টিজগতের কোন কিছুই ইবলীসের নিয়ন্ত্রণে নেই।

ইবলীসের নাফরমানী থেকে মূল্যবান শিক্ষা

ইবলীসের এ নাফরমানীর মধ্যে আমাদের জন্য মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে। ইবাদত করতে করতে যত বড় রূহানী উন্নতিই করা হোক, জিন ও ইনসানের যেহেতু ভাল ও মন্দের দুদিকেই চলার ইখতিয়ার আছে সেহেতু পদস্খলনের আশংকা থেকে কখনও নিজকে মুক্ত মনে করা যায় না।

ইবাদতের বুনিয়াদী কথা হলো, আল্লাহর হুকুম মেনে চলা। তাই আল্লাহর হুকুমে রমযানে রোযা রাখা যেমন ইবাদত, তাঁরই হুকুমে ঈদের দিনে রোযা না রাখাও ইবাদত। ইবাদত মানে দাসত্ব। মনিবের হুকুম মানাই ইবাদত।

ইবলীসের নাফরমানীর এ ঘটনা থেকে বুঝা গেল যে, ইবাদতের দ্বারাও অহংকার সৃষ্টি হতে পারে। সে দিকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। ইবলীস ইবাদতের মাধ্যমে যত উন্নতিই করুক তার অন্তরে অহংকার থাকায় এমন চরম অধপতন হলো, বিশেষ করে অহংকারের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা কোন অবস্থায়ই কোন বান্দাহর জন্য মোটেই সাজে না। আল্লাহর দাসত্বের মূল কথাই হলো তাঁর হুকুম মেনে চলা। আল্লাহর যে হুকুম পছন্দ তা মানব, আর পছন্দ না হলে মানব না—এ মনোভাব কোন বান্দাহর হতে পারে না। আনুগত্য করার জন্য এটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহর হুকুম কিনা। হয়ে থাকলে কোন প্রশ্ন তোলার অধিকার কোন বান্দাহর নেই।

সূরা আল-আহযাবের ৩৬নং আয়াতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط ـ الاحزاب : ٣٦

"যখন আল্লাহ বা তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা দেন তখন সে বিষয়ে নিজেদের ইখতিয়ার খাটাবার অধিকার কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর নেই।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬

www.pathagar.com

আল্লাহর ইচ্ছা ও মরযীর নিকট আত্মসমর্পণই হলো ঈমানের মূল দাবী। আল্লাহর হুকুম স্বীকার করেও পালন না করলে ফাসিক হয়। আর অস্বীকার করলে হয় কাফির। ইবলীস যা করল তাহলো রীতিমতো বিদ্রোহ। এটাকে তাগুতী কাজ বলা হয়। তাগুত মানে সীমালংঘনকারী। সে কুফরীর সীমাও লংঘন করেছে।

ইবলীসের মনে যে অহংকার আছে তা তো আল্লাহর অজানা ছিল না। তাই আল্লাহ সম্ভবত তাঁর গোমর ফাঁক করে দেবার উদ্দেশ্যেই তাকে ফেরেশতার মর্যাদা দিয়ে আদমকে সিজদা করার হুকুমকে পরীক্ষা হিসাবে রেখে দিলেন। ইবলীস পরীক্ষায় ফেল করল এবং অহংকার প্রকাশ পেয়ে গেল।

খিলাফতের যে মর্যাদা আদমকে দেয়া হলো তা ইবলীসকে দেয়া উচিত ছিল বলে সে হয়তো মনে করতো। ফেরেশতাদের সিজদা তার পাওয়ার অধিকার ছিল বলেও হয়তো তার ধারণা ছিল। আদমের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা করার যে অধিকার সে আল্লাহর নিকট থেকে দাবী করে নিল তা থেকে মনে হয় যে, তাকে আল্লাহর খলীফা হবার সুযোগ না দেবার কারণে সে আদমের বিরুদ্ধে হিংসায় পাগল হয়ে গেল।

আদমকে বেহেশতে পাঠানো হলো কেন ?

অতপর আল্লাহ আদেশ করলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশতে যাও এবং ঐ একটি নির্দিষ্ট চিহ্নিত গাছ ছাড়া যেখান থেকে খুশি এবং যা ইচ্ছা সবই খেতে পার।" প্রশ্ন হলো—পৃথিবীতে খলীফার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আদমকে সৃষ্টি করা হলো। অথচ পৃথিবীতে না পাঠিয়ে বেহেশতে কেন পাঠানো হলো ?

বেহেশতের ঘটনাবলী থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ তায়ালা আদমকে এ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই বেহেশতে পাঠলেন যে, ইবলীস তোমার চরম প্রকাশ্য দুশমন। সে যে সত্যিই দুশমন যদি আদম তা উপলব্ধি করতো তাহলে যত বন্ধু সেজেই ধোঁকা দিক সে ধোঁকায় আদম পড়তো না। দুনিয়াতে ইবলীস যে ধোঁকা দেবে তা থেকে বাঁচতে হলে এ অভিজ্ঞতা অত্যন্ত জরুরী।

আদমকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে এ অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ দেয়া সম্ভব ছিল না। কারণ আল্লাহ আদমকে নবী হিসেবে দুনিয়ায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নবী কারো প্ররোচনায় আল্লাহর নাফরমানী করতে পারে না। আল্লাহর হুকুম অমান্য করা নবীর ফিতরাতের খেলাফ। তাই নবী বানাবার

www.pathagar.com

আগেই আদমের বংশধরদেরকে ইবলীসের সূক্ষ্ম প্রতারণা থেকে রক্ষার জন্য এ অভিজ্ঞতা দেবার দরকার ছিল। এ কারণেই আদমকে বেহেশতে পাঠানো হয়েছিল।

বেহেশত তো নেক আমলের পুরস্কার হিসাবেই দেয়া হবে। তখন আদমকে পুরস্কার দেবার উদ্দেশ্যে বেহেশতে পাঠানো হয়নি। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। পুরস্কারের উদ্দেশ্যে হলে ইবলীস আল্লাহর নাফরমানী করতে কী করে বেহেশতে গেল ? এ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ইবলীস সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক হওয়ার গুরুত্ব বুঝাবার জন্যই বেহেশতে আদম ও ইবলীস উভয়কে পাঠানো হয়েছিল। ঐ ঘটনা না ঘটলে ইবলীস যে কত বড় দুশমন তা প্রমাণিত হতো না। তাই আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط

"শয়তান তোমাদের দুশমন, তাকে দুশমন বলে গণ্য করো।"–সূরা ফাতের ঃ ৬) (Treat him as enemy)

ইবলীস কী কৌশল আদমকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হলো তা সূরা আল-আরাফের ২য় রুকূ' এবং তোয়াহার ৭ম রুকূ'তে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে যে কথাটা বুঝবার তাহলো ইবলীসের কৌশল। মানুষ শান্তি, কল্যাণ, সুখ-সুবিধা ইত্যাদি চায়। ইবলীস মানুষকে আল্লাহর নাফরমানী করার যে পথ দেখায় সেখানে ঐ সব কামনা বাসনা পুরা হবে বলে বুঝাবার চেষ্টা করে। এ কৌশলেই সে আদমকে ধোঁকা দিতে পারল।

যে উদ্দেশ্যে বেহেশতে পাঠানো হয়েছিল তা যখন পুরা হয়ে গেল তখন আল্লাহ আদম, হাওয়া ও ইবলীস সবাইকে বেহেশত থেকে বের করে দুনিয়ায় নামিয়ে দিলেন।

বেহেশতে আদমের তাওবা

নাফরমানী হয়ে যাবার পর আল্লাহ বললেন, এখন তোমরা এখান থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে যাও, সেখানে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকতে হবে। ওখানকার দায়িত্ব পালন করার পর এখানে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ পাবে। একথা বলার সাথে সাথেই বের করে দেয়া হয়নি, বের হয়ে যেতে হবে বলে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হলো।

নাফরমানী হয়ে যাবার সাথে সাথে আল্লাহর দেয়া সরকারী কুদরতী পোশাক আদম ও হাওয়ার দেহ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো এবং দুজনেই উলংগ হয়ে গেলেন। তখন দুজনেই গাছের পাতা দিয়ে লজ্জা ঢাকবার

www.pathagar.com

চেষ্টা করলেন। যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী করার কোন সামান্য ইচ্ছাও তাদের ছিল না কিন্তু ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হয়ে গেল, সেহেতু তারা অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন। তখন আল্লাহ দয়া করে তাদেরকে তাওবা করার ভাষা শিক্ষা দিলেন যা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে সূরা আল-আরাফে উল্লেখ করা হয়েছে।

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكته وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

"হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুল্ম করে ফেলেছি, আপনি যদি আমাদেরকে মাফ না করেন তাহলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সামিল হয়ে যাব।"–সূরা আল আরাফ ঃ ২৩

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভাল ও মন্দ দুটোই করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। তাই মানুষ যেন কখনও কোন গুনাহ্ না করে এমন কঠিন দাবি আল্লাহ করেননি। বিভিন্ন কারণে গুনাহর কাজ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আল্লাহ যেটা মানুষের কাছে দাবী করেন সেটা হলো এই যে, যখনই গুনাহ হয়ে যায় তখনই যেন সে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে এবং আবার গুনাহ করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। আবারও যদি গুনাহ্ হয়ে যায়, এমন কি বারবারও যদি হয় তবুও তাওবা করা থেকে যেন বিরত না থাকে এবং আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা যেন ত্যাগ না করে। এটাই মানুষের স্বভাব হওয়া উচিত।

ইবলীসের স্বভাব এর বিপরীত। সে জ্ঞানপাপী। সে বুঝে শুনে হিসাব কষে আল্লাহর নাফরমানী করেছে। যখন আল্লাহ তাকে নাফরমানীর কৈফিয়ৎ তলব করলেন তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবার পরিবর্তে আল্লাহর হুকুমটি অমান্য করার পক্ষে 'বলিষ্ঠ' কুযুক্তি প্রদর্শন করল। ভাবখানা এই যে, আদমকে সিজদা করার আদেশ করাটাই অন্যায় হয়েছে। সে দাবী করল যে, সে আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কি করে সে তাকে সিজদা করতে পারে? এমন অপমানকর হুকুম সে কেমন করে মেনে নিতে পারে ? একে বলে 'চুরির ওপর সিনাজুরী'। এই যে অহংকার বা দাপট ইবলীস দেখাল তা আল্লাহর দাসত্বের মূল স্পীরিটেরই বিরোধী।

আদমের আচরণ এ ইবলীসী খাসলতের সম্পূর্ণ বিপরীত। দাসত্ব ও আনুগত্য যে মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে আদমের মধ্যে এরই পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল। ইবলীস আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিল যে, আমি প্রমাণ করে দেব, আদম খিলাফতের যোগ্য নয়। একথা প্রমাণ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই

www.pathagar.com

সে আদমকে প্রতারণার মাধ্যমে পরাজিত করে মনে করল যে, সে বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ইবলীসই আদমের নিকট পরাজিত হয়েছে। আদম প্রমাণ দিলেন যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেননি। তিনি ইবলীসের মতো জ্ঞানপাপী নন। তিনি আল্লাহর বিশ্বস্ত দাস ও অনুগত বান্দাহ। সুতরাং ইবলীস নয় আদমই আল্লাহর খিলাফতের যোগ্য।

আল্লাহর শেখানো ভাষায় তাওবা করার পর দয়াময় আল্লাহ যে তার তাওবা কবুল করলেন তা সূরা তোয়াহায় আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় এভাবে বললেন ঃ

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى○ ــ طه : ١٢٢

"তারপর তার রব তাকে বাছাই করে নিলেন, তাওবা কবুল করলেন ও তাকে হেদায়াত দান করলেন।"–সূরা তোয়াহা ঃ ১২২

তাওবা কবুল হবার পর আদমকে বেহেশতে পাঠাবার উদ্দেশ্যের শেষ পর্যায়ও পার হয়ে গেল। এখন তার পৃথিবীতে যেয়ে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের পালা। তাই আল্লাহ "তোমরা সবাই বেহেশত থেকে বের হয়ে যাও" বলে চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন। তাওবার আগেও একবার "তোমরা বের হও, তোমরা একে অপরের দুশমন এবং দুনিয়ায় একটি নির্দিষ্ট সময় তোমরা থাকবে" বলে আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও বের করে দেননি বা চূড়ান্ত নির্দেশ দেননি। তাওবার পর সে নির্দেশ দেয়া হলো।

সুতরাং আদম (আঃ) নবীর মর্যাদা নিয়ে মাসূম মানুষ হিসেবেই পৃথিবীতে আসলেন। একথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, নবীগণ জন্ম থেকেই বে-গুনাহ। কোন নবী কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গুনাহ করেননি। অবশ্যই একথা ঠিক যে, অহী নাযিলের পূর্বে তাঁরা জানতে পারেন না যে, তাঁরা নবী। আদম (আঃ) তো পৃথিবীতে কোন মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি পূর্ণ বয়স্ক মানুষ হিসাবেই পৃথিবীতে এসেছেন। তাই একথা গাঁজাখুরী গল্প ছাড়া আর কিছু নয় যে, তিনি দুনিয়ায় এসে ৩০০ বছর তাওবা করেছেন। একথারও কোন ভিত্তি নেই যে, আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী দীর্ঘকাল একা একা থাকার পর আরাফার ময়দানে প্রথম মিলিত হয়েছেন। সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও এটুকু কথা সত্য হতে পারে যে, তাঁরা দুজনে বর্তমান জিদ্দা নামক সৌদী আরবের বিখ্যাত স্থানে বেহেশত থেকে নাযিল হয়েছিলেন। জাদ্দুন অর্থ দাদা, জাদ্দাতুন অর্থ

www.pathagar.com

দাদী। জিদ্দার অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, আদি মানব-জোড়ার কারণেই জিদ্দা নাম হয়েছে। জিদ্দার এক জায়গায় মাটির দেয়ালে ঘেরা একটি জায়গা আছে যেখানে হাওয়া (আঃ)-এর কবর আছে বলে অনেকেই বিশ্বাস করে। সে স্থান আমার দেখার সুযোগ হয়েছে।

বেহেশত থেকে বিদায় বেলায়

আদম (আঃ) পৃথিবীতে নাযিল হবার সময় স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত পেরেশান হলেন। যে ইবলীস বেহেশতে পর্যন্ত ধোঁকা দিতে সক্ষম হলো তার মতো যোগ্য ও কৌশলী দুশমনের প্রতারণা থেকে দুনিয়ায় কেমন করে রক্ষা পাব—এ ভাবনায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। আল্লাহ পাক স্নেহভরে সান্ত্বনার ভাষায় বললেন, "তোমাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। তোমাদেরকে এ ধোঁকাবাজকে চিনবার সুযোগ দেবার জন্যই তোমাকে পরীক্ষা করে দেখলাম যে, তুমি সংকল্পে দৃঢ় থাকতে পারনি। যখনি সে আমার হুকুম অমান্য করার বিরাট ফায়দার লোভ দেখাল তখনই তুমি তার ধোঁকায় পড়ে গেলে। এখনতো বুঝে নিলে যে, সে কতবড় চতুর দুশমন। তাই সে আর ধোঁকা দিতে পারবে না যদি আমার হুকুম মেনে চলার মযবুত সিদ্ধান্ত তোমাদের থাকে।

আর সবচেয়ে বড় নিরাপত্তার কথা হলো যে, বেহেশতে তোমাকে যেভাবে স্বাধীন ইচ্ছায় চলাফেরা করতে দিয়েছিলাম, দুনিয়ায় তা করব না। অহীর মাধ্যমে তোমাকে প্রতি পদে পদে হেদায়াতের বাণী পাঠাতে থাকব। আমার হেদায়াত মেনে চললে আর কোন বিপদের আশংকা থাকবে না। ইবলীস তোমার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

তোমার বংশধরদের মধ্যে যারা আমার হেদায়াতকে মানতে অস্বীকার করবে বা আমার হেদায়াতকে হেদায়াত বলে স্বীকারই করবে না তারা অবশ্যই ইবলীসের খপ্পরে পড়বে এবং দোযখের ভাগী হবে। এভাবে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে এবং ইবলীস থেকে অভয় দান করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগত বান্দাহ ও তাঁর স্ত্রীকে বেহেশত থেকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

আদমের স্ত্রীর ভূমিকা

আদম (আঃ) মানব জাতির আদি পিতা এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আঃ) আদি মাতা। আদম সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীতে আসা পর্যন্ত যে ঘটনাবলীর আলোচনা কুরআনের ৭টি সূরায় পাওয়া যায় তাতে মা

www.pathagar.com

হাওয়ার কোন ভিন্ন নিজস্ব ভূমিকা দেখা যায় না। তিনিও তাঁর স্বামীর মতোই আল্লাহর অনুগত। তবে তিনি স্বামীর একান্ত অনুগত। তাঁর স্বামী যখন ইবলীসের ধোঁকায় পড়তে যাচ্ছেন তখন তিনি তো বলতে পারতেন যে, ঐ গাছের ফল খেতে যখন আল্লাহ নিষেধ করেছেন তখন কোন অবস্থায়ই তা করা উচিত নয়। কিন্তু তিনি তা করেননি।

বাইবেলে আছে যে, ইবলীস পয়লা হাওয়াকে ধোঁকায় ফেলেছে এবং হাওয়া ফুসলিয়ে তার স্বামীকে কাবু করেছে। এ কারণেই খৃষ্টজগতে নারী হলো দোযখের দরজা। তাই পাদ্রীর অবিবাহিত থাকাই আদর্শ। নারী নাকি পাপের উৎস। নারী বর্জন বহু ধর্মেই উন্নত ধর্মীয় জীবনের প্রধান শর্ত। নারী সংসর্গ ধর্মীয় উন্নতির পথে বাধা বলে যাদের বিশ্বাস তারা বাইবেলের ঐ ব্যাখ্যারই সমর্থক।

কুরআন ঐ ধোঁকা খাওয়ার জন্য কোথাও হাওয়াকে দায়ী করেনি। এমন কি তাঁর কোন ভূমিকার কোন উল্লেখই নেই। আদম যখন যা করেছেন অনুগত স্ত্রী হিসেবে তিনিই তাই করেছেন। স্বামীর সাথে সাথে তিনিও ইবলীসের নিকট ধোঁকা খেয়েছেন এবং স্বামীর মতোই অনুতপ্ত হয়েছেন, স্বামীর সাথে সাথে তাওবাও করেছেন। এটাই আদর্শ নারীর ভূমিকা। তিনি স্বামীকে ভুল পথে নেবার চেষ্টা করেননি।

এ কাহিনীর মূল্যবান শিক্ষা

কুরআন মজীদের প্রথম দিকেই এ কাহিনীর মূল ঘটনা বর্ণনা করা অনর্থক নয়। কুরআন থেকে যারা হেদায়াত পেতে চায় তাদেরকে শুরুতেই এমন কতক বুনিয়াদী শিক্ষা দেয়া আল্লাহ পাক জরুরী মনে করেছেন যা এ কাহিনীর মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে ঃ

[১] দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফার দায়িত্ব পালনই মানুষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এ মর্যাদা দেবার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার চেয়ে বড় গৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে ? তাই আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের জন্য আল্লাহর রাসূলগণ বিরোধী শক্তির কোন পরওয়া না করে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। নবী ও রাসূলের চেয়ে বড় মর্যাদা আর কার হতে পারে ? তাঁরাও আল্লাহর খলীফার দায়িত্ব পালনের জন্যই দুনিয়ায় এসেছিলেন। খলীফার মর্যাদা কত বড় ?

www.pathagar.com

[২] মানব জীবনের এ আসল টারগেটকে (লক্ষ্য) উপেক্ষা করে দুনিয়ার সুখ-সুবিধাকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য মনে করা সবচেয়ে বড় মূর্খতা ও বোকামী। ইবলীস বেহেশতের সুখ স্থায়ী হবার লোভ দেখিয়ে আদমকে বিভ্রান্ত করেছিল। যারা ক্ষণস্থায়ী জীবনের বস্তুগত উন্নতিকে টারগেট বানায় এবং চিরস্থায়ী জীবনের কল্যাণের কথা ভুলে যায় তারা অবশ্যই ইবলীসের ওয়াসওয়াসার করুণ শিকার।

[৩] মানুষ প্রকৃতিগতভাবে নিজের মংগল চায়। নিজের ক্ষতির নিয়তে কোন মানুষ কিছু করে না। এমন কি যে আত্মহত্যা করে সেও নিজের মংগল হবে মনে করেই এ কাজ করে। সে বেঁচে থাকার চেয়ে মরার মধ্যেই তার কল্যাণ হবে মনে করে। মানুষ যে সত্যিই নিজের মংগলের উদ্দেশ্যেই কাজ করে এর জন্য আত্মহত্যার চেয়ে বড় প্রমাণ আর নেই।

কিন্তু সে এত বড় মহা অকল্যাণের কাজটি মংগলের আশায়ই করে। হিসাবের বড় বড় ভুল মানুষকে কত অকল্যাণের পথেই না নিয়ে যায়।

তাই ইবলীস সবসময় অকল্যাণের পথে নিয়ে যাবার জন্য মহাকল্যাণের পথ বলেই বুঝায়। সুদের মধ্যে জঘন্য শোষণ ব্যবস্থা, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার মতো চরম অশ্লীলতা এবং সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির যত মাধ্যম রয়েছে এর জন্য ইবলীসের যোগ্য খলীফারা যত দর্শন ও যুক্তি আবিষ্কার করেছে তা এসব শয়তানী কাজকে উন্নতি, প্রগতি ও সভ্যতার অগ্রগতি বলেই কুযুক্তি দেখায়।

সত্য কথা বলা ভাল একথা প্রমাণ করার জন্য তারা দর্শন চর্চা করে না। কারণ মানব প্রকৃতি ও বিবেকের নিকট এটা শাশ্বত। কোন দর্শনের এখানে প্রয়োজন নেই। কিন্তু কোথাও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলেই দর্শন ও যুক্তির আশ্রয় নিতে হয়। বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে স্বামীর ভালবাসার সম্পর্ক গড়ার জন্য প্রেমের মহিমা প্রচারের দরকার হয় না। প্রেম তখনই দর্শনের আশ্রয় তালাশ করে যখন তা অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপার হয়। প্রতিবেশী দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনের জন্য গবেষণা করে যুক্তি তালাশ করা লাগে না। আগ্রাসনকে জায়েয করার প্রয়োজনেই গবেষণা ও দর্শনের দরকার হয়।

এ সব উদাহরণ দ্বারা এ মহা সত্যই প্রমাণিত হয় যে, ইবলীস ও তার খলীফাগণ তাদের প্রতিভা, মেধা ও দার্শনিক গবেষণা শক্তি আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর দেয়া বিধান ও শিক্ষার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে। তাদের প্রতারণা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর আদেশ ও নিষেধকে

www.pathagar.com

সর্ব অবস্থায় মেনে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। যত বলিষ্ঠ যুক্তি ও আকর্ষণীয় দর্শনই পেশ করা হোক তা আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর হুকুমের বিরোধী হলে কোন অবস্থায়ই তা গ্রহণ করা চলবে না। একমাত্র এ নীতি কঠোরভাবে মেনে চললেই ইবলীসের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

৪ যৌন অংগ ঢেকে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ মানুষের একান্তই সহজাত প্রবৃত্তি। বেহেশতে আল্লাহর কুদরতী পোশাক খুলে পড়ার পর আদম ও হাওয়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে যেভাবে গাছের পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকলেন তা একথাই প্রমাণ করে। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে উলংগ থাকা পছন্দ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের এ স্বাভাবিক লজ্জাবোধ আল্লাহর দেয়া সহজাত গুণ। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, ভয় ও ভালবাসা, রাগ ও আবেগ ইত্যাদি যেমন কৃত্রিম উপায়ে মানুষকে শেখাতে হয় না, তেমনি যৌন অংগ ঢেকে রাখার জন্য আদম ও হাওয়াকে নির্দেশ দিতে হয়নি।

আধুনিক তথাকথিত সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান হলো আল্লাহর দেয়া ঐ সহজাত গুণটিকে মানুষের মন থেকে উৎখাত করা। কুশিক্ষা অবিরাম চালু রেখেই মানুষকে অশ্লীলতায় অভ্যস্ত করা হচ্ছে। আধুনিকরা পোশাক পরেও প্রায় উলংগ থাকার যে তথাকথিত সভ্যতা গ্রহণ করেছে তা ইবলীসের বিরাট সাফল্য।

ইবলীস আদম ও হাওয়াকে উলংগ হওয়ার ব্যবস্থা করে তার পরিকল্পনা সফল হবে মনে করেছিল। কিন্তু আদম ও হাওয়া তাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে ত্যাগ না করায় তারা তাওবার সুযোগ পেয়ে গেল এবং ইবলীসের ষড়যন্ত্র থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল।

ইবলীসের খলীফাদেরকে আলামত দেখে সহজেই চেনা যায়। অশ্লীলতা ছাড়া তাদের কোন অনুষ্ঠান পূর্ণতা লাভ করে না। মাহফিলে যুবতী ও কিশোরীদের নৃত্যের অনুষ্ঠান ছাড়া তাদের সংস্কৃতি চর্চা সফল হয় না। নারী নৃত্যের যত গভীর তত্ত্বপূর্ণ দর্শনই আবিষ্কার করা হোক, আমি ভেবে পাই না যে, উচ্চ শিক্ষিত রুচিশীল হবার দাবীদাররা যখন মঞ্চে নারী নৃত্য উপভোগ করেন তখন তাদের সভ্য হৃদয়ে কী কী নেক ভাব ও সাধু-বৃত্তি জাগ্রত হয় ? এ জাতীয় লোকদের পক্ষে ইসলামের নৈতিক সীমা মেনে চলা কী করে সম্ভব হতে পারে ? বিবেক সজাগ থাকলে এ ধরনের কার্যকলাপকে কি করে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলে মেনে নিতে পারে ?

www.pathagar.com

[৫] মানবিক দুর্বলতার কারণে আল্লাহর কোন হুকুম অমান্য করে ফেলা মানুষের জন্য অস্বাভাবিক ও অসম্ভব নয়। যে আল্লাহ মানুষকে পয়দা করেছেন তিনি তাদের দুর্বলতার কথা ভালভাবেই জানেন। তাই তিনি মানুষের নিকট এ দাবী করেন না যে, সকল অবস্থায়ই তার হুকুম মেনে চলতে হবে এবং কোন সময় অমান্য করলে আর রক্ষা নেই। আল্লাহ চান যে, মানুষ বিবেক সম্পন্ন হোক এবং ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে বুঝে যেন পাপ না করে। দুর্বল মুহূর্তে পাপ হয়ে গেলে তাওবার পথ খোলা পাবে। এটাই মানুষের জন্য স্বাভাবিক খাসলাত।

শয়তানী খাসলাত এর বিপরীত। ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

তাওবা সম্পর্কে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন ঃ

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا○ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا○ ـ النساء : ١٧،١٨

"জেনে রাখো যে, আল্লাহর ওপর তাওবা কবুল করার হক ঐ লোকদের জন্য রয়েছে যারা না জেনে বুঝে কোন মন্দ কাজ করে ফেলে এবং এর পরপরই বিলম্ব না করে তাওবা করে। এ ধরনের লোকদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করে থাকেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী। তাওবা তাদের জন্য নয় যারা মন্দ কাজ করতে থাকে এবং যখন মওত আসে তখন বলে, "আমি এখন তাওবা করছি।" তাদের জন্যও তাওবা নয় যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তাদের জন্য আমি কঠোর আযাব তৈরি করে রেখেছি।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭ ও ১৮

তাওবার তিনটি পর্যায় রয়েছে ঃ

১. প্রথমেই অনুতাপ ও অনুশোচনা। মনে এ ভাব আনতে হবে যে, "হায় হায় আমি এটা কী করলাম। এ কাজ কিছুতেই করা আমার উচিত ছিল না।"

www.pathagar.com

২. আল্লাহর নিকট কাতরভাবে মাফ চাওয়া। চোখের পানি ফেলে মাফ চাইতে থাকা। সত্যিকার অনুতাপ হলে চোখে পানি আসাই স্বাভাবিক।

৩. "এ গুনাহ আর করব না" নিজের মনে এ দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া।

কিন্তু এর পরও যদি গুনাহ আবার হয়ে যায় তাহলে আবারও তাওবা করতে হবে এবং আরও মযবুত সিদ্ধান্ত করতে হবে যাতে আবার গুনাহ হয়ে না যায়। যতবারই গুনাহ হয়ে যায় তাতে তাওবা থেকে নিরাশ হওয়া চলবে না। নৈরাশ্য ঈমানকে ধংস করে দিতে পারে এবং কুফরীর অবস্থায় পৌছিয়ে দিতে পারে।

ফেরেশতাদের খট্‌কার জওয়াব

পৃথিবীতে খলীফা পাঠাবার ঘোষণা শুনে ফেরেশতারা আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের মনের দুটো খট্‌কা প্রকাশ করেছিল। পয়লা খট্‌কা ছিল পৃথিবীতে ফেতনা ফাসাদ ও খুন-খারাবীর আশংকা। আর দ্বিতীয় খট্‌কা ছিল আদমের দায়িত্ব সম্পর্কে। অর্থাৎ আদমকে কি ফেরেশতাদেরকে দেয়া দায়িত্বই আরও ভালভাবে পালনের জন্য বলা হবে কি না !

আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় খট্‌কার জওয়াব আগে দিলেন। আদম ও ফেরেশতাকে আল্লাহ একই দায়িত্ব দেননি। আদমকে যে জ্ঞান দেয়া হলো তা ফেরেশতাদেরকে এ কারণেই দেয়া হয়নি যে, উভয়ের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন। এভাবে ফেরেশতাদের দ্বিতীয় খট্‌কাটি দূর করার ব্যবস্থা আল্লাহ করলেন।

আল্লাহ তায়ালা প্রথম খট্‌কা দূর করার পরোক্ষ ব্যবস্থা করলেন। রুকূ'র শেষ দিকে আল্লাহ বললেন যে, পৃথিবীতে আদমের নিকট হেদায়াত পাঠানো হবে, একথার মধ্যেই ফেরেশতাদের এ খট্‌কার জওয়াব পরোক্ষভাবে দেয়া হয়েছে।

হেদায়াত পাঠাবার ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আমি মানুষকে যে স্বাধীনতা দিয়েছি তাতে ফেতনা ফাসাদ হবে তোমাদের এ ধারণা অমূলক নয়। কিন্তু সব মানুষ এক রকম হবে না। কারণ আমি তাদের নিকট হেদায়াত পাঠাতে থাকব। তাদেরকে আমি অন্ধকারে হাতড়াবার জন্য ছেড়ে দেব না।

যারা আমার হেদায়াত মেনে চলবে তাদের মধ্যে এমন বহু লোক তোমরা দেখতে পাবে যাদেরকে তোমরাও শ্রদ্ধা করবে। আমি যে, বেহেশতে অফুরন্ত নিয়ামত রেখেছি সেসব তাদেরই জন্য। তোমরা তো

www.pathagar.com

আর ঐসব নিয়ামতের ভাগী নও। যারা আমার হেদায়াত মানবে না তাদের জন্যই দোযখ রয়েছে। তোমরা তো আর দোযখের শাস্তি ভোগ করবে না। এভাবেই আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝে নাও।

দুটো প্রশ্নের মীমাংসা

সূরা তোয়াহার ১১৭ থেকে ১১৯ আয়াত পর্যন্ত যে কথা বলা হয়েছে তাতে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, আদম যদি ইবলীসের ধোঁকায় না পড়তো তাহলে কি তিনি বেহেশতেই চিরকাল থেকে যেতে পারতেন ? ইবলীসই কি তাকে সেখান থেকে বের করল ?

ঐ আয়াত কয়টির অনুবাদ হলো ঃ আল্লাহ বলেন, "আমি বললাম, হে আদম! সে নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার বিবির দুশমন। সে যেন তোমাদেরকে বেহেশত থেকে বের করে না ফেলে। তাহলে তোমরা মুসীবতে পড়বে। এখানে তোমাদের এ সুবিধা রয়েছে যে, তোমাদেরকে ভূখা ও উলংগ থাকতে হয় না এবং পিপাসা এবং রোদের কষ্টও পোয়াতে হয় না।"

এ কয়টি আয়াত থেকে উপরের প্রশ্নটি সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু এর জওয়াব কুরআনের মূল পরিকল্পনার সাথে খাপ খেতে হবে। আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন তিনি পৃথিবীতে খলীফা হিসাবে পাঠাবার উদ্দেশ্যেই আদমকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আদমকে চিরকাল বেহেশতে রাখার সিদ্ধান্ত আল্লাহ করেননি। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় যে, ঐ কয়টি আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা কী ?

আল্লাহ তায়ালা এ কথাই আদমকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইবলীস যেন বেহেশত থেকে তোমার বের হবার কারণ না হয়। ইবলীসের ধোঁকায় পড়ে বেহেশত থেকে বের হলে তোমার মর্যাদা হানী হবে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাকে বেহেশতে থাকার যে সুযোগ দিয়েছি তা থেকে শয়তানের প্ররোচনায় তাড়াতাড়ি যেন বঞ্চিত হতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে। বেহেশতে যে আরাম-আয়াশের ব্যবস্থা তোমাদের জন্য করা হয়েছে তা ভোগ করতে থাক। যতদিন সুযোগ পাও। ঐ গাছটির ফল খেলে সাথে সাথে এ সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। আর যদি ইবলীসের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে পার তাহলে আমি যদ্দিন তোমাদেরকে বেহেশতে রাখতে চাই তদ্দিন নিশ্চিতভাবেই থাকতে পারবে। এর আগে যেন ইবলীস তোমাদেরকে বের হতে বাধ্য না করে সে বিষয়ে সাবধান থাক।

www.pathagar.com

আরও একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ তায়ালা বেহেশতে পাঠাবার আগেও ইবলীস সম্পর্কে আদমকে সতর্ক করে দিলেন। বেহেশতে যাবার পরও তাকীদ দিয়ে বুঝিয়ে বললেন যে, ইবলীসের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকবে। আদমকে সিজদা করার নির্দেশ অমান্য করে এবং আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করে ইবলীস যেসব কথা বললো তা জানা থাকা সত্ত্বেও আদম শেষ পর্যন্ত কেমন করে ধোঁকা খেল ? ইবলীসকে দুশমন মনে করল না কেন এবং তার কুপরামর্শ কেন কবুল করল ?

আল্লাহ পাক সূরা তোয়াহার ১১৫নং আয়াতে নিজেই এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়ে বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ○ ـ طه : ١١٥

"ইতিপূর্বে আমি আদমকে হুকুম দিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গেল। আমি তার মধ্যে মযবুত ইচ্ছাশক্তি (সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা) পেলাম না।"

এখানে আল্লাহ আদমকে এ দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন না যে, আমার হুকুম অমান্য করার নিয়ত বা উদ্দেশ্য তার ছিল। তাহলে কী কারণে আদম নাফরমানী করে ফেলল ঃ এ আয়াতে দুটো কারণ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১. ভুলে যাওয়া। নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলে কী লাভ হবে তা শুনতে শুনতে এতটা আকৃষ্ট হয়ে গেল যে, এ কাজটি করতে আল্লাহ যে নিষেধ করলেন সে কথাই সে ভুলে বসল।

২. মযবুত ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ় চিত্ততা ও সিদ্ধান্তের দৃঢ়তার অভাব ঃ আল্লাহর নিষেধ শুনার পর আদমের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত এটাই ছিল যে, ঐ গাছের কাছেই যাবে না। কিন্তু নিজের ভ্রান্ত কল্যাণ চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ায় তার ঐ ইচ্ছা শক্তি শিথিল হয়ে পড়ল এবং সে সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলল।

এ আয়াত থেকে এ মহা সত্য জানা গেল যে, আল্লাহর পথে চলার আগ্রহ যাদের আছে তাঁরা ঐ দুটো কারণেই ইবলীসের পাল্লায় পড়ে যায়। এ জাতীয় লোকদেরই তাওবা করার তাওফীক হয়।

খিলাফতের দায়িত্বই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি

আল্লাহর দ্বীনই একমাত্র দ্বীন বা জীবন বিধান। আর সব জীবন বিধানই বাতিল যা মানুষকে দুনিয়ার অশান্তি ও আখিরাতের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করে। আল্লাহর আদরের সৃষ্টি মানুষকে এ দুরাবস্থা থেকে

www.pathagar.com

রক্ষার উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে তিনি রাসূলগণকে হক দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং সব বাতিল দ্বীনের উপর তাঁর হক দ্বীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েছেন। নবী (সাঃ)-কে যে এ মহান উদ্দেশ্যেই পাঠান হয়েছে তা কুরআন পাকে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে।–(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩ আয়াত, আল ফাতহের ২৮ আয়াত ও আস সফের ৯৩ আয়াত)

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ـ

"তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও একমাত্র হক দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তিনি এ দ্বীনকে আর সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।"

আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ী বা কায়েম করার এ দায়িত্বটিই হলো খিলাফতের মহান দায়িত্ব। আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদা পেতে হলে এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা যারা করে আল্লাহর নিকট তারাই তাঁর খলীফা হিসাবে মর্যাদা পাওয়ার আশা করতে পারে। মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় কোন মর্যাদা হতে পারে না। খলীফাতুল্লাহ বা আল্লাহর খলীফা হওয়া বড়ই গৌরবের বিষয়।

মানুষ শুধু খলীফা—মুনিব নয়

এখানে একটি সূক্ষ্ম কথা বুঝবার আছে। আল্লাহ মানুষকে 'খলীফা' হওয়া ছাড়া আর কোন 'পজিশন' দেননি। তাকে যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তার অর্থ এটা নয় যে, সে কারো খলীফা বা প্রতিনিধি না হয়ে নিজেই নিরংকুশ মুনিব বা মালিক হতে পারবে। এ ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়নি। সে যদি আল্লাহর খলীফা হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সে মর্যাদা পাওয়ার স্বাধীনতা তার আছে। কিন্তু সে যদি সে চেষ্টা না করে তাহলে সে নিশ্চিতভাবেই আপনা আপনি (অটোমেটিকেলী) ইবলীসের খলীফা হবে। যদি সে যোগ্যতা না থাকে তাহলে ইবলীসের খলীফার খলীফা হবে। তাকে খলীফাই হতে হবে। খলীফা হওয়া ছাড়া আর কিছু হবার কোন ব্যবস্থাই নেই।

এ প্রসংগে সূরা আল-বাকারার ২০৮ আয়াতটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط

www.pathagar.com

"হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ, তোমরা পুরোপুরিভাবে ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।"

অর্থাৎ যদি ইসলাম কবুল করে থাক তাহলে সবটুকুই কবুল কর। জীবনের সব ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধান মেনে চল। যদি কোন ক্ষেত্রে ইসলামকে বাদ দাও তাহলে ঐ জায়গাটা খালী থাকবে না। অন্য কোন বিধান ঐ খালী জায়গা দখল করবে। কিন্তু মনে রাখবে যে, ইসলাম ছাড়া আর সবই ইবলীসের বিধান।

যদি কেউ ইসলামী রাজনীতি করার ঝামেলা এড়িয়ে নিরিবিলি সুফী, দরবেশ ও অলীউল্লাহ হওয়ার সাধনা করেন তাহলে কোন এক সময় তাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা ইসলামী নয়। কারণ রাজনৈতিক ময়দানে নিরপেক্ষ থাকার উপায় নেই। সুতরাং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাকে ইবলীস বা তার কোন খলীফার রাজনীতিকেই সমর্থন করতে হয়।

তেমনিভাবে যদি ইসলামী অর্থনীতি চালু করার চেষ্টা করা না হয় তাহলে ইবলীসের অর্থনীতি মেনে চলা ছাড়া উপায় থাকবে না। কারণ অর্থনীতির দিক দিয়ে কোন মানুষ শূন্যে বাস করতে পারে না।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আপনি যত উঁচু মানের মুসলিমই হোন সমাজ ব্যবস্থাটা যদি মুসলিম না হয় তাহলে একা আপনি ইসলামের কয়েকটি ব্যক্তিগত বিধান ছাড়া আর সব ব্যাপারেই ইসলামের বাইরেই চলতে বাধ্য হবেন। আপনাকে বাতিল সমাজ ব্যবস্থাকে মেনেই চলতে হচ্ছে। যদি এ ব্যবস্থার বদলে ইসলামী সমাজ কায়েমের চেষ্টা করতে থাকেন তবেই বর্তমান অবস্থায় বাধ্য হয়ে যতটুকু বাতিল বিধান মানছেন তার দোষ আল্লাহ ধরবেন না। এ চেষ্টা করার মাধ্যমেই শুধু আল্লাহর খলীফা বলে গণ্য হবার আশা করা যায়।

আল্লাহর খিলাফত বনাম ইবলীসের খিলাফত

মানুষ হয় আল্লাহর খলীফা হবে, আর না হয় ইবলীসের খলীফা হবে। আল্লাহর খলীফাদের কাজ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করে আল্লাহর রাজ্য স্থাপন করা। আর ইবলীসের খলীফাদের কাজ হলো আল্লাহর রাজ্য কায়েমে বাধা দেয়া। আল্লাহর

www.pathagar.com

খলীফা ও ইবলীসের খলীফাদের এ সংঘর্ষ ও লড়াই আদম (আঃ)-এর সময় থেকে চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। এ টক্করে ইবলীস কয়েকটি কারণে খুব সুবিধাজনক অবস্থানে আছে ঃ

১. ইবলীস আল্লাহর কাছ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দাবী করে আদায় করেছে। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে সে নিজে তার রাজ্য কায়েম রাখার জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছে। জিন ও ইনসানের মধ্যে তার খলীফাদের বিরাট বাহিনী সে গড়ে তুলেছে।

আল্লাহর রাজ্য কায়েমের ব্যাপারে আল্লাহ নিজে নেতৃত্ব দেন না। আল্লাহর খলীফারাই এ দায়িত্ব পালন করে। তাদের মধ্যে কেউ ইবলীসের মতো দীর্ঘ জীবনের অধিকারী নয় বলে অভিজ্ঞতায় অনেক পেছনে। তারা অল্পদিনই হায়াত পায় এবং সামান্য যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়।

২. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে দেহ দান করেছেন তা এ বস্তুজগতের উপাদান দিয়ে সৃষ্ট। তাই বস্তুজগতের প্রতি দেহের এত তীব্র আকর্ষণ রয়েছে যে, ইবলীস অতি সহজেই এ দুর্বলতাকে কাজে লাগায়। অথচ মানুষের যে নৈতিক সত্ত্বা বা রূহ বা বিবেক শক্তি রয়েছে এর পক্ষে দেহের দাবী বা নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করা বড়ই কঠিন কাজ।

৩. মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন তার ফলে আল্লাহর খলীফারা কাউকে জোর করে আল্লাহকে মানতে বাধ্য করতে পারে না। অথচ ইবলীসের জোর করার কোন দরকারই হয় না। মানুষের নাফস তো খারাপ পথে যাবার জন্য হামেশা উস্কানি দিচ্ছেই। ইবলীস তাই সহজেই তাকে নাফসের গোলামীর পথে নিয়ে যেতে পারে।

এ দ্বারা বুঝা গেল যে, বেহেশত পাওয়ার পথই কঠিন, আর দোযখের পথ সহজ। এ কথাটাকে রাসূল (সাঃ) এ ভাষায় বলেছেন, "দোযখকে আকর্ষণীয় বস্তু দিয়ে এবং বেহেশতকে অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।" দুনিয়ার আকর্ষণ সহজেই মানুষকে কাবু করে ফেলে। এ আকর্ষণ থেকে বেঁচে থাকা বড়ই কঠিন। যারা তাকওয়ার পথে চলতে চান তাদের রূহকে শক্তিশালী করার জন্যই নামায, রোযা, যিকর ও তাহাজ্জুদের বিধান দেয়া হয়েছে যাতে নাফসকে দুনিয়ার নাজায়েয আকর্ষণ থেকে ফিরিয়ে রাখার যোগ্যতা হয়।

আল্লাহ সূরা আন নাযিয়াতের ৪০ ও ৪১ আয়াতে বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ۝ ـ النزعت : ٤٠ـ٤١

"যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে হবে বলে ভয় করেছে এবং তার নাফসকে প্রবৃত্তির দাসত্ব করা থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। নিশ্চয় তার ঠিকানা হলো জান্নাত।"–সূরা আন নাযিয়াত ঃ ৪০-৪১

এ কারণেই ইবলীস চেষ্টা করে যাতে বেহেশতের পথে মানুষ না আসে। দুনিয়ার মজার মধ্যে মানুষকে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করাই তার কাজ। এ কাজ করে মানুষকে গুমরাহ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই ইবলীস আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বেহেশত থেকে বের হয়ে এসেছে।

এভাবেই দেখা যায় যে, পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত কায়েম হওয়া সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। ইবলীসের খিলাফত সহজেই কায়েম হতে পারে। মানব জাতির ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, আল্লাহর খিলাফত কম সময়ই দুনিয়ায় কায়েম রয়েছে। এমনকি অধিকাংশ নবী ও রাসূল পর্যন্ত আল্লাহর খিলাফত কায়েম করতে সক্ষম হননি। এটা তাদের অযোগ্যতার কারণে নয়। তাঁদের চেয়ে যোগ্য এ কাজের জন্য আর কেউ হতে পারে না। এ ব্যর্থতা ঐ সব মানুষের যারা নবীর ডাকে সাড়া না দিয়ে নাফসের গোলামী করাই সহজ মনে করেছে। আল্লাহ নবীদের এ ক্ষমতা দেননি যে, মানুষকে জোর করে হেদায়াত করে ফেলতে পারেন।

ইবলীসের সবচাইতে বড় মাথা ব্যথা

যাদের নাফসকে একটু উসকিয়ে দিলেই তারা নাফসের গোলাম হয়ে যায় তারা ইবলীসের পোষা জানোয়ার। এ তাবেদারদেরকে নিয়ে তার কোন চিন্তা ও পেরেশানী নেই। ইবলীসের আসল মাথা ব্যথা হলো ঐসব লোক নিয়ে যারা তাকওয়ার পথে চলে। তারা নাফসের গোলাম হতে রাযী নয় বলেই সে তাদের ব্যাপারে সবসময় ভীত যে, না জানি কখন তারা আল্লাহর রাজ্য কায়েম করে ফেলে। তাদেরকে ইবলীস তার রাজ্যের বিদ্রোহী মনে করে এবং তার চরম দুশমন হিসেবেই তাদের বিরুদ্ধে হাজারো ষড়যন্ত্র চালায়।

ইবলীস জানে যে, মুত্তাকীদেরকে আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য উসকানি দিলেও কোন লাভ হবে না। উল্টা আরো বেশী মুত্তাকী হয়ে

www.pathagar.com

যাবে। যে নামায, রোযা, যিকর, তাহাজ্জুদ তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার পথে এগিয়ে এনেছে ঐ সবের মধ্যে তাদেরকে হামেশা মশগুল রাখাই সহজ হতে পারে। ইবলীস জানে যে, মুরাকাবা করে তারা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেও তার রাজ্যের কোন ক্ষতি নেই। কালবী যিকর করতে করতে কলব থেকে আল্লাহ আল্লাহ আওয়াজ উঠলেও আল্লাহর রাজ্য কায়েম হয়ে যাবে না। তারা রূহানী সাধনা করে আল্লাহর বড় অলী হওয়ার তৃপ্তি নিয়ে শান্ত থাকলেই ইবলীসের জান বাঁচে।

ইবলীসের সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথা এ আল্লাহওয়ালাদেরকে নিয়ে। সে ভাল করেই বুঝে যে নামাযী, রোযাদার, মুত্তাকী, পরহেজগারের বাহিনী যদি আল্লাহর সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের জন্য ময়দানে কর্মতৎপর হয় তাহলে তার রাজ্য তছনছ হয়ে যাবে। জনগণও তখন এদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে এদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে পারে। তাই ইবলীস ঈমানদার ও মুত্তাকীদের ভয়ে অস্থির।

ইবলীস কী মজলিসে শূরা

শায়েরে ইসলাম নামে বিখ্যাত আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইকবালের একটি দীর্ঘ প্রখ্যাত কবিতার নাম উপরে শিরোনামে উদ্ধৃতি করা হলো। ইকবাল সাহিত্য যারা অধ্যয়ন করেছেন তারা জানেন যে, তিনি এ শতাব্দীর অন্যতম সেরা ইসলামী চিন্তাবিদ। পাশ্চাত্য দর্শনের বড় একজন পণ্ডিত হবার কারণেই তিনি আধুনিক শিক্ষিতদের মনের খোরাক ইসলামী শিক্ষা থেকে পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছেন।

"ইবলীসের মজলিসে শূরা" নামে তাঁর দীর্ঘ কবিতার সারসংক্ষেপ এখানে পেশ করা হচ্ছে ঃ

"ইবলীসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মজলিসে শূরার যোগ্য সদস্যদের থেকে তাদের কার্যাবলীর রিপোর্ট গ্রহণ করার পর ইবলীস সমাপনী ভাষণে বলল ঃ

তোমরা দু দলের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লাগিয়ে দিতে পেরেছ, বহু স্বামী ও স্ত্রীর বিভেদ সৃষ্টি করেছ, আল্লাহর যাবতীয় নাফরমানীর কাজে অধিকাংশ লোককেই উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছ—এসব রিপোর্ট অবশ্য প্রশংসনীয়। সে জন্য তোমাদেরকে মুবারকবাদ। কিন্তু আসল গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

কাজটিই করা হয়নি। যেসব লোক আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য কোন অবস্থায়ই রাযী নয়, তাদেরকে তোমরা কিছুতেই মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। আমার রাজ্যের জন্য এরাই হলো মারাত্মক। আমার আসল দুশমন এরা। এরা যদি আল্লাহর হুকুমত কায়েম করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে উপায় নেই। তাই ঃ

مست رکھو ذکر وفکر صبح گاھی میں اسے

پختہ تر کر دو مجاز خانقاھی میں اسے

"মাস্ত রাখ্খ যিকর ও ফিকরে সুবেহ গাহী মেঁ ওসে
পুখতাতার কার দো মেজাযে খানকাহী মেঁ ওসে।"

অর্থাৎ "এদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় যিকর-ফিকরে মত্ত রাখ আর খানকায় থাকাকালে যে মনোভাব তৈরী হয় তাতে তাদেরকে এতটা পাকা করে দাও যে, খানকার বাইরে যখন আসে তখনও যেন এ মেজাযই বহাল থাকে।" অর্থাৎ ইসলামী বিপ্লব, ইসলামী আন্দোলন, ইকামাতে দ্বীন, ইসলামী হুকুমত ইত্যাদি যাতে তাদের মগজে ঢুকতেই না পারে।

বাংলাদেশে কি আল্লাহর খিলাফত কায়েম আছে ?

এ দেশে ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী আইন ও ইসলামী শিক্ষা চালু ছিল। ইসলামী হুকুমত সঠিক অর্থে না থাকলেও শরীয়াতের বিধান চালু থাকায় মোটামুটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সত্যিকার ইসলামী সরকার না থাকায় দেশ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে একটি কাফির শক্তির গোলামে পরিণত হলো। পৌনে দু'শ বছর এ দেশ ইংরেজদের গোলাম ছিল। ইংরেজ শাসনের ৫০ বছর পুরা হবার সময় ইসলামের পারিবারিক আইন ছাড়া আর সব ইসলামী আইন খতম করে তাদের নিজস্ব আইন এ দেশে চালু করল। ইংরেজ শাসনের পর পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান ইসলামের পারিবারিক আইনটুকুও বিকৃত করে দিল। ইংরেজদের তৈরী লোকদের হাতে নেতৃত্ব থাকায় দেশের শাসনতন্ত্র ও আইন ইসলামের কিছুই আর বাকী রইল না।

শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা আরও করুণ। ইংরেজ নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে যে ধরনের লোক তৈরী করার বন্দোবস্ত করে গেছে সে ব্যবস্থাই এখনও চালু আছে। বরং শিক্ষার মান অনেক নিম্ন পর্যায়ে পৌছে গেছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা যে চরিত্রের লোক তৈরী করছে তারাই দেশ শাসন করছে।

www.pathagar.com

এ দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, ইসলামী মন-মগজ-চরিত্রের লোক তৈরীর কারখানা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নয়।

মাদ্রাসাগুলো দীর্ঘ গোলামী যুগে জনগণের চাঁদায় কোন রকমে কুরআন ও হাদীসকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এ শিক্ষা দ্বারা দুনিয়ার উন্নতির সুযোগ নেই বলে মেধাবী ছাত্র খুব কমই এ পথে আসে। মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বারা ইসলামের শুধু ধর্মীয় দিকের শিক্ষাটুকু চালু আছে। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা মাদ্রাসায় হতে পারেনি। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ঐ মানের শিক্ষা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ সত্ত্বেও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামকে যেটুকু জিন্দা রাখা সম্ভব হয়েছে তার কৃতিত্ব আলেম সমাজ ও ধর্মপ্রাণ জনগণের প্রাপ্য। রাষ্ট্র ও সরকারের অবদান এ ব্যাপারে শূন্যের কোঠায়ই বলা চলে।

এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আল্লাহর খিলাফত কায়েম থাকার কোন সামান্য কারণও নেই। মানুষের তৈরী মনগড়া বিধানেই এ দেশটি চলতে বাধ্য হচ্ছে। দেশের জনগণ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি গভীর মহব্বত ও কুরআনের প্রতি আবেগময় ভক্তিশ্রদ্ধা পোষণ করা সত্ত্বেও আল্লাহর খিলাফত যে এ দেশে কায়েম নেই সে কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য।

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহর খিলাফত কায়েমের প্রচেষ্টা চালাবার দায়িত্ব কার ? সংগত কারণেই সবাই বলবে যে, যাদের নিকট কুরআন ও হাদীসের ইলম আছে এ দায়িত্বের বোঝা তাদের কাঁধেই নেয়া উচিত। এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য যে বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার এর নেতৃত্ব শুধু তারাই দিতে পারে যারা দ্বীনের ইলম চর্চা করেন। যাদের মাদ্রাসা শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য হয়েছে তারা যদি এ পথে আসেন তাহলে তাদের পক্ষে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়। কারণ প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম তারা আগেই পেয়েছেন।

আলেম নেতৃত্বের যেখানে অভাব হয় সেখানে আধুনিক শিক্ষিত লোকদেরকেই দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হয় এবং তাদেরকে প্রয়োজ নীয় দ্বীনী ইলম হাসিল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কারণ দ্বীনী ইলম ছাড়া এ আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

আলেমগণের মধ্যে যারা ইকামাতে দ্বীনের জিহাদে এগিয়ে আসেন না তারা আদালতে আখিরাতে কী অজুহাত পেশ করবেন তারাই বিবেচনা করুন। যে প্রধান কাজের জন্য আল্লাহ পাক রাসূল (সাঃ)-কে পাঠালেন সে কাজ বাদ দিয়ে দ্বীনের আর যত খেদমতই করা হোক তা কৈফিয়ৎ হিসাবে কবুল হবে কিনা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হিসাব করা উচিত।

রাসূল (সাঃ)-এর সময় যারা মসজিদে নিয়মিত নামায আদায় করত কিন্তু নানা অজুহাত দেখিয়ে জিহাদে যেতে চাইত না বা গেলেও পালিয়ে চলে আসত তাদেরকে মুনাফিক ঘোষণা করা হয়েছে। এর কারণ স্পষ্ট। ইসলামকে বিজয়ী করার যে আসল কাজের জন্য রাসূল (সাঃ)-কে পাঠান হয়েছে সে কাজকে এড়িয়ে চলা ঈমানের পরিচায়ক নয়। নামায, রোযা, যিকর ইত্যাদির উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে আল্লাহর খাঁটি গোলাম বানান, যাতে তারা সমাজকে আল্লাহর গোলাম বানাবার যোগ্য হয়।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেন যে, ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব যদি সবচাইতে বড় ফরয হয়ে থাকে তাহলে অমুক বুজর্গ, অমুক অলী, অমুক বিখ্যাত আলেম, এ কাজ করেন না কেন ? তারা কি দ্বীনকে বুঝেননি ? এ প্রশ্নের জওয়াবে এটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, আল্লাহ পাক একমাত্র রাসূল (সাঃ)-কেই 'উসওয়াতুন হাসানা' বা 'সুন্দরতম আদর্শ' বানিয়েছেন এবং তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার হুকুম করেছেন। তাই রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আদর্শ মনে করা যদি কেউ নিরাপদ মনে করেন তাহলে এটা তার মরযী।

একথা ভাল করে বুঝতে হবে যে, বুযর্গ, অলী ও আলেমগণকে মানার নিয়ম এটা নয় যে, তাঁদেরকে সবদিক দিয়ে আদর্শ মনে করতে হবে। তাঁদেরকে মানার সঠিক নিয়ম হলো, তাঁদের থেকে এই টুকুই শিক্ষা নিতে হবে যেটুকু রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ থেকে তাদের জীবনে পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন উস্তাদ মাত্র, তারা সিলেবাস নন। আদালতে আখিরাতে রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য করা হয়েছে কিনা সে হিসাবই দিতে হবে। কেননা, রাসূল (সাঃ)-এর জীবনই হলো আল্লাহর দেয়া সিলেবাস। ঐ সিলেবাস থেকেই প্রশ্ন করা হবে। কোনো উস্তাদকে সিলেবাস মনে করে বসলে পরীক্ষায় পাস করার আশা করা যায় না।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **শেষ ঘন্টা**
  - সৈয়দ শাহ্ আবদুল মুগনী
- **মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শয়তান প্রসংগ**
  - ইবনে সাঈজ উদ্দীন
- **ইসলামী নেতৃত্ব**
  - মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
- **পিতামাতা ও সন্তানের হক**
  - অধ্যাপক মতিউর রহমান
- **দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব**
  - মোঃ আব্দুস সালাম
- **সন্তানের চরিত্র গঠনে পরিবার ও পরিবেশ**
  - অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম
- **হযরত মোহাম্মদ (স) সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য**
  - আহমদ দীদাত
- **গোঁড়ামী অসহনশীলতা ও ইসলাম**
  - অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ
- **উপমহাদেশে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের সূচনায় উলামায়ে কিরাম**
  - আবদুল মান্নান তালিব
- **ইসলামী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা**
  - ডঃ মোঃ আতাউর রহমান
- **ঈসা (আ) বান্দা না প্রভু**
  - ডঃ মোঃ তকিউদ্দীন হিলালী
- **বাংলাদেশী বনাম বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ**
  - আবদুল খালেক
- **কুরআন কি আল্লাহর বাণী নয়?**
  - আতাউর রহমান সিকদার
- **আউযুবিল্লাহের হাকীকত**
  - আবদুল গাফফার
- **ভোটের ফযীলত**
  - আবদুল গাফফার
- **একটুখানি মিষ্টিহাসি ও ইসলামী আন্দোলন**
  - সিরাজুল ইসলাম মতলিব
- **ইসলামী আন্দোলনের অতীত বর্তমান**
  - মাওলানা খলিল আহমদ হামেদী

www.pathagar.com